بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
42

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 19 Oct, 2023 3 রবিউস সানি 1445 A.H

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ
مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্- তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ।' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন? (আল মায়েদা: ১৮)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আল্লাহ্ তা'লাই যেহেতু প্রকৃত কল্যাণকারী সত্তা, সেক্ষেত্রে অন্য কারো দ্বারে যাচনা করা বা শরণাপন্ন হওয়া কতটা নির্লজ্জতা!

একজন মুত্তাকির জন্য স্বয়ং খোদা তা'লা সমস্ত ধরণের পথ বের করে দেন। তাকে এমন জায়গা থেকে রিযক দেওয়া হয়, যা অন্য কেউ জানতেও পারে না।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

একজন মোমেন অপর মোমেনের জন্য এক ভবন সদৃশ, যার একাংশ অপর অংশকে দৃঢ়তা দান করে

২৪৪৫) হযরত বারাআ বিন আযিব (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) সাতটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয় নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি সেই সব বিষয়গুলি বর্ণনা করেন যেগুলো করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ অসুস্থের খোঁজ খবর নেওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, কেউ হাঁচি দিলে তার উত্তর দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, অত্যাচারিতের সাহায্য করা এবং আমন্ত্রিত হলে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং কসম দানকারীর কসম পূর্ণ করা।

২৪৪৬) হযরত আবু মূসা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, একজন মোমেন অপর মোমেনের জন্য এমন এক ভবন যার একাংশ অপর অংশকে দৃঢ়তা দান করে। আর (একথা বলে স্পষ্ট করার জন্য) তিনি নিজের এক হাতের আঙুলগুলিকে অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করান। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লাই প্রকৃত কল্যাণকারী সত্তা,

পৃথিবীতে মানুষ শাসক কিম্বা কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে কোন কিছু লাভ করার কাল্পনিক আশায় তাদেরকে নানান পন্থায় তোষামোদ করে। এমনকি সামান্য কর্মী ও সেবকদেরও তুষ্ট করতে হয়। অথচ সেই কর্মকর্তা তুষ্ট হলেও তার কাছ থেকে কিছু সময় পর্যন্ত বা বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে উপকার পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। এই কাল্পানিক আশায় মানুষ সেই সেবকদের এমনভাবে তোষামোদ করে, যা কল্পনা করেও আমি শিউরে উঠি এবং আমার হৃদয় এই কথা ভেবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, নির্বোধ মানুষ নিজের মতই একজনের কাছে ভ্রান্ত ও অলীক আশা নিয়ে এতটা তোষামোদ করছে! অথচ সেই সত্যিকার দাতার (আল্লাহ্) বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না, যিনি কোন প্রত্যাশা ছাড়া বিনা যাচনায় মানুষের উপর অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ করেছেন। অথচ সেই ব্যক্তি যদি তার কোন উপকার করতেও চায়, তাতেই বা কি আসে? আমি সত্যি সত্যি বলছি, খোদা তা'লা ব্যাতিরেকে কোন উপকার মানুষের কাছে পৌঁছতেই পারে না। এও সম্ভব যে, সে উপকৃত হওয়ার পূর্বেই উপকারী ব্যক্তি কিম্বা সে নিজেও পৃথিবীতে বিদায় নিল বা এমন কোন ভয়াবহ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ল যে তার থেকে কোন ব্যক্তিগত উপকার বা সুবিধা নিতে পারল না। আসল কথা এটাই যে, যতক্ষন পর্যন্ত মানুষের উপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ না হয়, মনুষ কখনই কারো থেকে কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'লাই যেহেতু প্রকৃত কল্যাণকারী সত্তা, সেক্ষেত্রে অন্য কারো দ্বারে যাচনা করা বা শরণাপন্ন হওয়া কতটা নির্লজ্জতা! নিজের মত একজন মানুষের এমন তোষামোদ করা, যতটা তার প্রাপ্য নয়, একজন খোদাভীরু মোমেনের আত্মাভিমানের পরিপন্থী। একজন মুত্তাকির জন্য স্বয়ং খোদা তা'লা সমস্ত ধরণের পথ বের করে দেন। তাকে এমন জায়গা থেকে রিযক দেওয়া হয়, যা অন্য কেউ জানতেও পারে না। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এমন ব্যক্তির অভিভাবক ও প্রতিপালক হয়ে ওঠেন। আল্লাহ্ তা'লার যে বান্দা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়, তার সাথে তিনি কোমল আচরণ করেন এবং তাকে ভালবাসেন। সেই কারণেই স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা বলেন- وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ (সূরা বাকারা, আয়াত:২০৮)

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৩)

পরিতাপের বিষয় হল মুসলমানেরা ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে বার বার জিহাদের ঘোষণা দিয়ে ইসলামের প্রভাবকে ক্ষুন্ন করেছে। পক্ষান্তরে যে সকল ইসলাম-হিতৈষী এসব বিষয় থেকে বাধা দিয়েছে তাদেরকে ইসলামের শত্রু তকমা দেওয়া হয়েছে।

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কাহাফ এর ২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াতে অতীতের আসহাবে কাহাফের বিপদ সংকুল যুগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই সময়ের কথা বলা হয়েছে যখন তাদের উপর নিপীড়ন হয়েছে এবং বার বার গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করতে হয়েছে। সেই সময়টুকু ছিল তিনশ নয় বছর। ইতিহাস থেকে এ বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা এই বিপদের যুগ হযরত মসীহ (আ)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় থেকে শুরু হয় এবং কনস্ট্যান্টাইন এর খৃষ্টান হওয়ার পর পূর্ণ শান্তি লাভ হয়। কনস্ট্যান্টাইন ৩৩৭ সালে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৭৬) আপাত দৃষ্টিতে এই যুগ কুরআনের বর্ণনার পরিপন্থী বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা যখন খৃষ্টধর্মের ইতিহাসের উপর অভিনিবেশ করি তখন জানতে পারি যে, এই ইতিহাস ভুল। বস্তুত যে বছর কনস্ট্যান্টাইন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে সেটি হল ৩০৯ সাল। এর প্রমাণ হল, স্বয়ং খৃষ্টান ভূগোলবিদগণ স্বীকার করেছে যে খৃষ্টীয় পঞ্জিকার মধ্যে ভুল হয়েছে। আর্চ বিশপ আশারস তাঁর রচনা Chronology এবং ডক্টর কিট্টো তাঁর রচনা 'Daily Bible illsutration' পুস্তকে প্রমাণ করেছেন যে খৃষ্টীয় পঞ্জিকায় ক্রুশের ঘটনার যে তারিখের কথা বলা হয়েছে সেটি ভুল আর এই ভুলটি হয় ৫২৭ সালে। বস্তুত, এই তারিখ থেকে চার বা ছয় বছর পুর্বে মসীহর জন্ম গ্রহণ

এরপর শেষের পাতায়....

এই সংখ্যায়
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ আগস্ট ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত
জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০২২

ওয়াকফে নও ছাত্রীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর বিশেষ অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও মেয়েরা মেডিক্যাল এবং শিক্ষকতা ছাড়া আর কিভাবে জামাতের খিদমত করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি কি বলেছি যে কেবল মেডিক্যাল ও শিক্ষকতা কর? এখনই তুমি আমার যে উদ্ধৃতি দিয়েছ, যা আমি যুক্তরাজ্যে লাজনাদের ইজতেমায় বলেছিলাম যে, তোমরা ভাষাবিদ হতে পার, শিক্ষকতা করতে পার, মেডিসিন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, গবেষক হতে পার আরও অনেক কিছু হতে পার। মেয়েদের কোন বিষয়ে আগ্রহ বেশি থাকে? মেয়েটি উত্তর দেয়, চিকিৎসা বিজ্ঞান তার পছন্দের বিষয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বিজ্ঞানের একাধিক বিভাগ রয়েছে, যদি গবেষণার দিকে যেতে চাও, যেতে পার, কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন, তখন কিভাবে জানা যায় যে, আমরা সেই পরীক্ষায় সফল হয়েছি কি না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি তুমি পরীক্ষার কারণে আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে দাও,তবে এর অর্থ হল তুমি তাতে সফল হও নি। যেমনটি হাদীস ও কুরআনে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক পরীক্ষার পর মানুষের ঈমান দৃঢ়তর হওয়া উচিত। অন্যথায় অনেকে বলে, আমরা বিপদে পড়েছি, কিন্তু ঈমানধারীরা বলে, এই বিপদের কারণে আমাদের ঈমান দৃঢ়তর হয়েছে। ঈমান যদি বৃদ্ধি পায় তবে বুঝে নাও যে সেটা পরীক্ষা আর সেই পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আর এটা কখনও হয় না যে আল্লাহ্ তা'লা অনবরত পরীক্ষার মধ্যে রাখবেন। অবশেষে একদিন দিন তিনি কৃপা করেন। এই পরীক্ষার সময় আল্লাহ্‌র কাছে তুমি যে দোয়া কর সেই দোয়া হয় মনের বিগলন এবং সেটা হয় নিরন্তরভাবে। তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে।একাধিক পন্থায় আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সেই পরীক্ষাটিই উত্তীর্ণ হয়ে হবে এমনটা জরুরী নয়। অনেক সময় স্বান্তনা দানের মাধ্যমেও আল্লাহ্ পরীক্ষাকে রুখে দেন।

প্রশ্ন: হুযুর (আই.)-এর কানাডা সফর কেমন কাটছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি বুধবার এসেছিলাম এখানে, আজ সোমবার। অর্থাৎ ৫ দিন হয়েছে। এই পাঁচ দিনে তোমরা আমাকে এতটুকু সময়ও ফাঁকা রাখনি। ক্যালগেরি গিয়ে দেখব, কেমন কাটছে।

প্রশ্ন:চিকিৎসার কাজে যে সমস্ত পশুকে কেবল গবেষণার জন্য পালন করা হয়, তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে, তাদের শরীরে রোগ ঢুকিয়ে গবেষণা চালানো হয়। এবং শেষে তাদের মেরে ফেলা হয়। এটা কতটা সঙ্গত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তোমার মতে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্ট জীবের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ কোনটি? মানুষই তো? যদি তোমার কাছে দুটি বিকল্প থাকে, আর দুটি বিকল্পেই উপকার না থাকে, বরং ক্ষতি থাকে। একটিতে কম ক্ষতি এবং অপরটিতে বেশি ক্ষতি থাকে, তবে তুমি কোন বিকল্পটি বেছে নিবে? নিশ্চয় তুমি কম ক্ষতিকারক বিকল্পটিই গ্রহণ করবে আর বেশি ক্ষতিকারক বিকল্পটিকে ত্যাগ করবে সেটিকে ধ্বংস করতে হলেও। এই কারণেই মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় যে এর জন্য সমস্ত কিছু উৎসর্গ করতে হয়। তোমরা প্রতিদিন যে মাংস খাও, মুরগি, ছাগল বা ভেড়ার মাংস খাও, এর জন্য হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ পশু হত্যা করা হয়। তবে এগুলোও খাওয়া ছেড়ে দাও। তাই গবেষণার উদ্দেশ্যে এবং মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তুমি পশু কুরবানী করতে চাইলে করতে পার।

প্রশ্ন: সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের উপর সব থেকে জোর দেওয়া উচিত?অর্থাৎ কোন বিষয়টি সব থেকে বেশি জরুরী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: দোয়া। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন, আমি বুঝে উঠি না যে লোকে শিশুদের কথায় কথায় বাধা দেয়, এদিক সেদিক যেতে বাধা দেয় বা সামান্য কথায় প্রহার করে। আমাদের সমাজে এটাই হয়ে আসছে। দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত যতদিন শিশুরা ভালভাবে কথা বলতে না শুরু করে, ততদিন সে চড় খেতে থাকে। এরপর বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে ছেলে যখন মাকে বলে আমি পুলিসে রিপোর্ট করব, তখন মা-বাবা ক্ষান্ত হয়। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, খুব বেশি বকাঝকা বা বাধা দিবে না। বেশি করে বোঝাবেন এবং দোয়া করবেন। কালকে আমি একটি উদ্ধৃতি পড়তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দীর্ঘ হওয়ার কারণে সেটি বাদ দিতে হয়েছিল। সেখানেও বলা হয়েছিল যে, সন্তানের তরবীয়ত করা উচিত। তাই প্রথম বিষয় হল, সন্তানকে মারধর না করে তার জন্য দোয়া কর। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, নিজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর। মা-বাবা যদি বাড়িতে নামায না পড়ে, কিন্তু সন্তানদের নামায পড়তে, তিলাওয়াত করতে বলে অথচ নিজে সকালে উঠে তিলাওয়াত করে না, নিজে ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়ে না, রাতে বসে টিভিতে অনুষ্ঠান দেখে- জানি এখানে এমনটি হয় কি না, কিন্তু ইউরোপে টিভি অনুষ্ঠানের পূর্বে সতর্কতা দেওয়া হয় যে এই অনুষ্ঠান ছোটদের সঙ্গে বসে দেখুন বা এই অনুষ্ঠান বাচ্চাদের দেখাবেন না। তাদের টিভি অনুষ্ঠানে খারাপ কিছু থাকলে সেখানে সতর্কতা দেওয়া হয়। একজন আহমদীর এমনিতেও এই সব অনুষ্ঠান দেখা উচিত নয়। কিন্তু বাচ্চারা যদি রাতে উঠে মা-বাবাদের সেইসব টিভি অনুষ্ঠান দেখতে দেখে ফেলে যেগুলো তাদেরকে দেখতে নিষেধ করা হয়, তবে তাদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। অর্থাৎ প্রথমে নিজের নমুনা প্রতিষ্ঠিত কর। তৃতীয় বিষয় হল, বাড়িতে বাবা-মার কখনই জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা না বলা উচিত না। শিশুরা সেই সব কথা শুনে নেয়, তখন তাদের মনে জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা জন্মে। যদি ছোটখাট কোন অভিযোগ থাকে, তবে তা সদর লাজনাকে বলুন, আর গুরুতর বিষয় হলে আমাকে জানান।

প্রশ্ন:আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কি করা দরকার? কোন কৌশল অবলম্বন করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: একশ বছর আগেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই কৌশল জানিয়ে দিয়েছিলেন, যখন সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেব (রা.) কে শহীদ করা হয়েছিল। এর পর থেকে কাবুলের ভূমি খোদার দৃষ্টিতে ছোট হয়ে গেছে। এই সব কিছু সেই ঘটনারই পরিণাম যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। বাকি তালিবানরা ক্ষমতায় আসুক বা না আসুক, সেটা পরের কথা। এখন যে সরকার ক্ষমতাসীন রয়েছে, তা অত্যন্ত উদার সরকার হিসেবে পরিচিত। গত দুই-তিন দিনের সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে, নারীদের অধিকার সম্পর্কিত কোন আইন প্রণীত হওয়ার কথা ছিল। এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে,কিন্তু তা বাতিল হয়ে গেছে। তবে এদের ও তালেবানদের মধ্যে পার্থক্য কিসের? যেখানে ইসলাম অনুসারেও নারীদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, সেটা আর যাই হোক স্বাধীনতা তো বলা যায় না। সেখানে এখনও মোল্লাদের আধিপত্য রয়েছে। আফগানিস্তানের একাংশ এখনও তালিবানদের অধীনে, সেখানে তাদের প্রভাব রয়েছে। রাশিয়া কিছুটা প্রকাশ্যে এসেছিল, খোলাখুলি যুদ্ধ হয়েছিল, তার মার খেয়ে পিছু হটেছিল। তাদের সম্মিলিত শক্তি ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করেছে, তা এত বেশি ক্ষতি তাদের হচ্ছে না। কিন্তু কোটি কোটি ডলার খরচ করে, সেখানে আগুন লাগিয়ে ফিরে আসবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একটি মানুষের উপমা রয়েছে, যে কি না ১২ আনা নিয়ে একটি হোটেলে যায়। (পাকিস্তানে সেই সময় ১ আনায় চার পয়সা হত) সেই ব্যক্তি হোটেলে গিয়ে খাবার অর্ডার করে। যেমন আমাদের হোটেলে হয়ে থাকে, হোটেলের বেয়ারা তাকে জিজ্ঞাসা করল যে সে কি খাবে। ঢেঁড়শ, মাংস, ডাল ইত্যাদি নানান পদের কথা জানাল। এরই মাঝে সে পানি খেতে গিয়ে কাঁচের গ্লাসটি হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। সে ঘাবড়ে গেল। বেয়ারা তাকে বলল, গ্লাসের দাম তো দিতে হবে। লোকটি গ্লাসের দাম জিজ্ঞাসা করলে বেয়ারা জানাল গ্লাসের দাম বারো আনা। লোকটি তখন অসহায় হয়ে কিছু না খেয়েই সেখান থেকে চলে গেল। সেখানে বিভিন্ন আড্ডায় যে সব হোটেল থাকে সেখানে হোটেলের মালিক সদর দরজাতেই বসে থাকে এবং নিজেই রুটি,তরকারি হাঁড়ি থেকে তুলে দেয়, বিলের টাকাও নিজেই নেয়। বেয়ারা দূর থেকে হেঁকে জানিয়ে দেয় কে কত টাকার খাবার খেয়েছে এবং সেই পরিমাণ টাকা তার কাছ থেকে নিয়ে নিতে। সেই লোকটি যখন টাকা দিতে গেল, তখন বেয়ারা হেঁকে বলল, খায় নি কিছুই, কেবল ১২আনার গ্লাস ভেঙ্গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ঠিক তেমনি, ইউরোপিয়ান হোক বা মার্কিনরা হোক, তারা আফগানিস্তান থেকে কিছুই অর্জন করতে পারবে না। এরা নিজেদের প্রাণ হানি ঘটিয়ে, হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে এবং ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে ফিরে আসবে আর আফগানিস্তান সেই তালিবানদের হাতেই ফিরে যাবে। কেননা, তাদের উপর অভিশাপ রয়েছে।

প্রশ্ন: ডাক্তাররা বলেন, খেলাধূলা ও শরীরচর্চা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য জরুরী। আর আমরা বলে থাকি নামাযও এক প্রকার শরীর চর্চা। এটা বিজ্ঞানসম্মত তা কি করে প্রমাণ করতে পারি?

এরপর ১০ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

আল্ল াহ্ তা'লার অসীম অনুগ্রহ ও কৃপায় গত সপ্তাহে আহমদীয়া জামা'ত জার্মানির সালানা জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতএব সর্বপ্রথম আমাদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদের এক দীর্ঘ বিরতির পর বিস্তৃত পরিসরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর জলসা আয়োজন করার তৌফিক দান করেছেন।

জার্মানি জামা'তের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি তাদেরকে এই জলসার কল্যাণে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সম্মুখে তুলে ধরার তৌফিক দান করেছেন।

যেখানেই অতিথিদের কষ্ট হয়েছে সেখানে জলসার ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তারাও দায়ী। আর আমীর সাহেবের বিশেষভাবে এই বিষয়টি নোট করা উচিত এবং দৃষ্টি দেওয়া উচিত, কেননা এটি তারও দায়িত্ব। তাদের ইস্তেগফার করা উচিত আর ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের ত্রুটিসমূহ নিজেদের লাল খাতায় লিখে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।

অন্যান্য ব্যবস্থাপনাগত বিষয়াদিতে ঘাটতি যদিও সহ্য করা যায়, কিন্তু জলসা শোনার ব্যবস্থায় কোনো ধরনের ত্রুটি মেনে নেওয়া যায় না।

উন্নয়নশীল জাতি নিজেদের দুর্বলতার প্রতি যদি দৃষ্টি রাখে তবেই তারা সফল হয়। সবকিছু ঠিক আছে– একথা বলে নিজেদের উন্নতির পথ রুদ্ধ করবেন না। এতে লজ্জারও কিছু নেই। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের নিজেদের সংশোধনের তৌফিক দিন।

প্রত্যেক খাদেম, নাসের এবং লাজনা সদস্যার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু কর্মকর্তাদের স্বীয় সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

জলসায় সালানা জার্মানীতে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের প্রতিক্রিয়াঃ–

নিঃসন্দেহে এই অনুষ্ঠান আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছে। সমস্ত সংগঠন, পুরুষ, নারী এমনকি শিশুরা পর্যন্ত সুশৃঙ্খল ছিল। এই দিনগুলোতে আমি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় বিষয়াদি শেখার সুযোগ পেয়েছি।যেমন, উদারতা এবং মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও অন্যদের গ্রহণ করা।

আমি জলসা সালানায় প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করছি। পৃথিবীতে এমন কোনো দল নেই যারা এমন কাজ করে থাকে। সারা পৃথিবী থেকে মানুষ এখানে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু কোনো ধরনের ঝগড়া–বিবাদ দেখতে পাই নি। পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উত্তম দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছি।

নামাযের সময় আমি দেখেছি যুগ–খলীফার সাথে জামা'তের সদস্যরা যেভাবে নামায আদায় করছিল– মনে হচ্ছিল যেন তারা ও যুগ–খলীফা এক দেহ এক প্রাণ, যেন তারা এক সত্তায় একাকার হয়ে গেছে। আমি পৃথিবীতে অনেক জাতি, ধর্ম এবং মানুষ দেখেছি। এরূপ ঐক্য ও সংহতি আজ প্রথমবার আমি দেখেছি, যা দেখে হৃদয় গভীরভাবে পুলকিত।

তিনি খুবই উন্মুক্তমনা ছিলেন আর আমি তাঁর বৈঠকে তাঁকে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল পেয়েছি। তিনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব কথা বলেছেন তা খুবই গভীর ছিল। মানুষ যে দেশে বাস করে তার সে দেশের সেবা করা উচিত। প্রতিবেশীদের সংজ্ঞা দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি একে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছেন, এটি আমার জন্য একটি বড় বিষয় ছিল। কেননা সত্যিকার অর্থে এভাবেই প্রত্যেকের যত্ন নেওয়া যায়। খ্রিষ্টান ধর্মও প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছে , কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত তা নির্দিষ্ট করে নি। এজন্য শুধু পাশের বাড়িকে প্রতিবেশী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অথচ ইসলাম এর চেয়ে উন্নত শিক্ষা উপস্থাপন করেছে।

জলসা সমগ্র পৃথিবীর আহমদীদের একত্রকারী একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান। বয়আতের অনুষ্ঠানটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আবেগাপ্লুত করেছে এবং আমার ওপর সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক প্রভাব ফেলেছে। প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমরা সবাই একে অপরের কাঁধে হাত রেখে দিয়েছিলাম। আমি একটি শব্দও বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু যা কিছু বলা হয় তা কোনো না কোনোভাবে আমার দেহ ও মনে সঞ্চারিত হয় এবং এক শিহরণ সৃষ্টি করে যা আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে। বয়আতের কারণে আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৮ই সেপ্টেম্বর , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (৮তবুক ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্ল াহ্ তা'লার অসীম অনুগ্রহ ও কৃপায় গত সপ্তাহে আহমদীয়া জামা'ত জার্মানির সালানা জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতএব সর্বপ্রথম আমাদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদের এক দীর্ঘ বিরতির পর বিস্তৃত পরিসরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর জলসা আয়োজন করার তৌফিক দান করেছেন।

এতে সমস্ত ব্যবস্থাপকদেরও এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদেরও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। কর্মীদের এ কারণে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি তাদেরকে হযরত

মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার তৌফিক দিয়েছেন। অনুরূপভাবে অংশগ্রহণকারীদেরও উক্ত কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তারা জলসার দিনগুলোতে তাদের সেবা করার চেষ্টা করেছেন। এই বিস্তৃত ব্যবস্থাপনায় এবং নতুন স্থান হওয়ার কারণে বহু ত্রুটি থেকে থাকবে, বরং ছিল। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে কতিপয় অতিথিকে হয়ত কষ্টও স্বীকার করতে হয়েছে। অতিথিদের কষ্ট হয়েছে মর্মে কিছু কথা আমার কাছে পৌঁছেছেও, কিন্তু মানুষ যেহেতু ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তাই মোটের ওপর অতিথিরা কোনো অভিযোগ করেন নি। কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি যে, কিছু ব্যবস্থাপনা সঠিক ছিল না। কিছু তো আমি নিজেই অনুভব করেছি। কর্মীদের যতটা সম্পর্ক রয়েছে, সহকারী কর্মী হোক বা অন্যান্য কর্মীরা হোক- তারা সমগ্রিকভাবে বেশ পরিশ্রম করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে । যেখানে তাদের পক্ষ থেকে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে বা সংশ্লিষ্ট বিভাগে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে তা সাধারণত তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভুল নির্দেশনার ফলে হয়েছে। তাই যেখানেই অতিথিদের কষ্ট হয়েছে সেখানে জলসার ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তারাও দায়ী। আর আমীর সাহেবের বিশেষভাবে এই বিষয়টি নোট করা উচিত এবং দৃষ্টি দেওয়া উচিত, কেননা এটি তারও দায়িত্ব। তাদের ইস্তেগফার করা উচিত আর ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের ত্রুটিসমূহ নিজেদের লাল খাতায় লিখে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। এটিও দেখা উচিত যে, এই স্থানে আগামীতে তারা জলসার ভালো ব্যবস্থা করতে পারবেন,নাকি অন্য কোথাও আয়োজন করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হলো: কেউ আমাকে লিখেছেন, এস্কেলেটর অকেজো ছিল, উপর তলায় বা নীচ তলায় যেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। লিফট কাজ করছিল না, এর কারণে সমস্যা হয়। থাকার জায়গা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু গোসলখানা ছিল অপ্রতুল, অথবা পানির সুব্যবস্থা ছিল না। কার্ল সরুয়া-তে যখন তারা জায়গানিয়েছিল তখন শুরুতে আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তা দেখেছিলাম আর তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, স্নানাগার ও পানির ব্যবস্থা সঠিক হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে সাউন্ড বা শব্দ পৌঁছানোর ব্যবস্থাও আমি বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে চেক করেছিলাম। সেই হলগুলো (তুলনামূলকভাবে) ছোট হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ঘাটতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল যেটি সমাধানের চেষ্ট করা হয়েছে, আর অনেকটা সমাধান করাও হয়েছে। কিন্তু এখানে এই বিষয়টির প্রতি সঠিকভাবে দৃষ্টি দেয়া হয় নি। আমাকে এবার তারা এই জায়গাটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন নি। কেবল প্রশংসাসূচক রিপোর্ট প্রেরণ করতে থাকেন যে, এটি ভালো জায়গা। অনুরূপভাবে কখনো কখনো কর্মকর্তাদের ভুল নির্দেশনার ফলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা লোকেরা বিনা কারণে কোনো কোনো স্থানে বাধা দিতে থাকে। সামগ্রিকভাবে তারা ভালো কাজ করেছে, কিন্তু কোনো কোনো স্থানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এমন ঘটনা ঘটেছে। লাজনাদের অভিযোগ হলো, একারণে তাদের হলে খাবার পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে।

নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকারীদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের কাজ কেবল বাধা দেওয়া নয়, বরং পথ দেখানোও। আর এই বিভাগের একটি দল এমন থাকা উচিত যারা মেহমানদের সহজেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেবে এবং তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করবে।

অনুরূপভাবে অনুবাদের বিষয়ে লাজনাদের পক্ষ থেকে প্রথম দিন সমস্যার সম্মুখীন হবার রিপোর্ট পাওয়া গেছে। আর এটি আমাকে লাজনাদের পক্ষ থেকে কেউ বলে নি, বরং আমাদের এমটিএ'র অনুবাদ বিভাগ বলেছে যে, সঠিকভাবে অনুবাদ হয় নি। পরবর্তীতে বাইরে থেকে আগত কিছু মেহমান অভিযোগ করেছেন যে, অনুবাদ না থাকার কারণে আমরা খুতবা শুনতে পারি নি। বিশেষভাবে পুরুষদের জলসাগাহে সাউন্ডের সমস্যা ছিল। এর জন্য জলসা চলাকালীন সময়েও ব্যবপস্থাপনার দৃষ্টি আমি এদিকে আকর্ষণ করেছি। অফিসার জলসা সালানা, অফিসার জলসাগাহ এবং সাউন্ড বিভাগের ইনচার্জ যারা ছিলেন তারা এর জন্য দায়ী। মানুষ এখানে জলসা শুনতে আসে। যদি তাদের ঠিকভাবে জলসা শোনানোরই ব্যবস্থা না থাকে তাহলে জলসা করে কী লাভ? অন্যান্য ব্যবস্থাপনাগত বিষয়াদিতে ঘাটতি যদিও সহ্য করা যায়, কিন্তু জলসা শোনার ব্যবস্থায় কোনো ধরনের ত্রুটি মেনে নেওয়া যায় না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, "এটি জাগতিক কোনো মেলা নয়।" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৫) যেখানে মানুষ একত্রিত হবে। মানুষকে এভাবে একত্রিত করাও আমার উদ্দেশ্য নয় যে, মানুষের মাঝে আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করব। কিন্তু শব্দ না পৌঁছার কারণে পিছনের দিকে কো না কোনো স্থানে মেলার ন্যায় দৃশ্য ছিল। কিছু লোক তা ভিডিও করেছে যা আমিও দেখেছি। জলসার কোনো পরিবেশ সেখানে দেখা যাচ্ছিল না। আমার ধারণা অনুযায়ী কমপক্ষে সাত -আট হাজার মানুষ এমন হবে যারা সঠিকভাবে জলসা শুনতে পারে নি। ব্যবস্থাপনা এর জন্য মানুষকে দায়ী করছে যে, তারা কথা বলছিল। কিন্তু আমার মতে অফিসার জলসাগাহ, সাউন্ড সিস্টেম ও তরবিয়ত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তরা এর জন্য দায়ী। তাদের এ বিষয়ে ভাবা উচিত। এই অবস্থা দেখে আমি তো লজ্জা পেয়েছি, আশা করি তারাও লজ্জিত হয়ে থাকবে। মানুষ যদি কথা বলে থাকে সেক্ষেত্রেও তরবিয়তের ঘাটতি রয়েছে আর মিশনারী ইনচার্জ এবং মুরব্বীরা এর জন্য দায়ী যে, তারা কেন সারা বছর তরবিয়ত করে না এবং মানুষের মাঝে মজলিস বা সভার পবিত্রতার ধারণা সৃষ্টি করে না। মানুষকে দোষারোপ করবেন না।

আহমদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে সাধারণত তারা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায়। আর এরা জলসায় এসেছিলেন। এটি কখনোই হতে পারে না যে, মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে তারা সংশোধন করবে না। যাহোক, তাদের নিজেদের দুর্বলতা ছিল যে কারণে বেশি ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

আমি এটিই দেখেছি যে, যেখানে কর্মকর্তা নিজে বিনয় ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করে সেই পুরো বিভাগ উত্তম হয়ে থাকে। অন্যথায় সাধারণ কর্মীরা যদি ভালো কাজ করতেও চায় তবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কারণে ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এ কারণে কর্মীদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। প্রত্যেক খাদেম, নাসের এবং লাজনা সদস্যার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু কর্মকর্তাদের স্বীয় সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছিলাম যে, এবার আমি নারীদের শৃঙ্খলা পুরুষদের তুলনায় উন্নত দেখতে পেয়েছি যা থেকে বোঝা যাচ্ছে, পুরুষদের তরবিয়ত বিভাগের নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

উন্নয়নশীল জাতি নিজেদের দুর্বলতার প্রতি যদি দৃষ্টি রাখে তবেই তারা সফল হয়। সবকিছু ঠিক আছে- একথা বলে নিজেদের উন্নতির পথ রুদ্ধ করবেন না। এতে লজ্জারও কিছু নেই। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের নিজেদের সংশোধনের তৌফিক দিন।

যাহোক, এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছেন আর এখানে আগত অআহমদী অতিথিরা সামগ্রিকভাবে জলসার বেশ ভালো প্রভাব গ্রহণ করেছে। আর আমি যদি জলসা সফল হয়েছে বলে থাকি তাহলে তা এজন্য হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার বৈশিষ্ট্য অনেক ভূমিক পালন করেছে আর তারা জলসার অসাধারণ প্রভাব গ্রহণ করেছে।

অনুরূপভাবে পৃথিবী জুড়ে যেখানে এমটিএ'র মাধ্যমে জলসা দেখানো হয়েছিল তারাও সামগ্রিকভাবে জলসার প্রশংসা করেছে। এখন আমি কতিপয় অতিথির অভিব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করব। সাধারণভাবে বেশ ভালো অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব এর জন্য জার্মানি জামা'তের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি তাদেরকে এই জলসার কল্যাণে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সম্মুখে তুলে ধরার তৌফিক দান করেছেন।

বুলগেরিয়া থেকে আগত একজন খ্রিষ্টান মহিলা ড. ভেরোনিকা স্তোইলোভা, যিনি একজন উকিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষিকা হওয়ার পাশাপাশি পিএইচডি ডক্টরও বটে- তিনি বলেন, এত উন্নত ও সুশৃঙ্খল জলসার আয়োজন করা হয়েছে যে, যে চেহারাই আমি দেখেছি কারো মাঝে দুশ্চিন্তা বা অসন্তোষ দেখতে পাই নি। সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং সর্বক্ষণ সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। প্রত্যেকেই স্বীয় অবস্থার জন্য কৃতজ্ঞ ছিল। নিঃসন্দেহে এই অনুষ্ঠান আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছে। সমস্ত সংগঠন, পুরুষ, নারী এমনকি শিশুরা পর্যন্ত সুশৃঙ্খল ছিল। এই দিনগুলোতে আমি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় বিষয়াদি শেখার সুযোগ পেয়েছি।যেমন, উদারতা এবং মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও অন্যদের গ্রহণ করা। নিঃসন্দেহে আমি এতে বেশ অভিভূত হয়েছি যে, বার্লিন মসজিদ নারীরা তাদের অলংকার এবং অর্থ দিয়ে নির্মাণ করেছে। নারীদের ব্যবস্থাপনাও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আমি আরও অনেক সমাবেশেও যোগদান করে থাকি;কিন্তু আমি একথা বলতে পারি যে, এমনটি আমি আর কোথাও দেখি নি। এমন উদাহরণ খুব কমই কেউ উপস্থাপন করতে পারবে। এরপর আমার বক্তৃতাগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, তাঁর আধ্যাত্মিকতা, মানবতা এবং শান্তি সংক্রান্ত মনোভাব আমাকে অনেক প্রভাবিত করেছে। আমার বিশ্বাস হলো, সবার আগে আমরা মানুষ, এরপর দেশের নাগরিক আর এরপর ধর্মীয় গোষ্ঠীর অংশ। আমাদের নিজেদের মাঝে সমমূল্যবোধ সন্ধান করা উচিত, অনৈক্যসমূহ নয় যেগুলো আমাদের পৃথক করবে।

এরপর বুলগেরিয়া থেকেই আগত আরেকজন খ্রিষ্টান মহিলা নাতালিয়া সাহেবা প্রথমবার জলসায় এসেছেন। তিনি বলেন, এই জলসা আমার স্মৃতিপটে অম্লান থাকবে। আমি প্রথমবার হাজার হাজার মুসলমানকে একসাথে ইবাদত করতে দেখেছি। এটি অত্যন্ত সুন্দর এক দৃশ্য ছিল। আমি একজন খ্রিষ্টান আর এরূপ জলসায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছি। সবাই আমাদের সাথে খুবই মার্জিত ও ভদ্র ব্যবহার করছিল যা এক অভূতপূর্ব আনন্দদায়ক অনুভূতি দিয়েছে। জলসার সমাপনী অংশ আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যাতে যুগ-খলীফার বক্তৃতা খুবই শিক্ষণীয় ছিল। যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হলো, সবাই আমাদের সাথে এত সম্মানের সাথে ব্যবহার করছিল যেন আমরা খুবই বিশেষ কেউ। দায়িত্বরত লোকেরা এই বিষয়টি নিশ্চিত করার পূর্ণ চেষ্টা করছিল যে, কোনো অতিথির যেন কোনো কষ্ট না হয়। এরপর তিনি বলেন, প্রথম দিন অনুবাদের দিক থেকে আমরা কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হই যা পরবর্তীতে সমাধা করা হয়। এই অভিযোগ তিনি বেশ ভদ্র ভাষায় করেছেন;কিন্তু মূল বিষয় এটিই ছিল যে, খুতবা শুনতেই পারেন নি।

এরপর মেসিডোনিয়ার একজন অতিথি রয়েছেন। তিনি একজন খ্রিষ্টান সাংবাদিক লিওবেক আয়াত ভিসকা সাহেবা। তিনি বলেন, সালানা জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত মানের ছিল। এটি আমার জন্য এক বিশেষ সম্মানের কারণ যে, আমি এত বিশাল ও সুশৃঙ্খল এক অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরেছি যাতে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির লোকেরা অংশগ্রহণ করেছে। এই বিষয়টি এই স্লোগানের সত্যায়ন যে, কেবল ভালোবাসাই এই জগৎকে একটি উন্নত স্থানে পরিণত করতে পারে।

অতঃপর মেসিডোনিয়া থেকেই আগত একজন মুসলিম সাংবাদিক সিনাভোর সিমোভ সাহেব বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত যুগ-খলীফার ভাষণগুলো আমাকে প্রভাবিত করেছে। মেসিডোনিয়ার একজন সাংবাদিক হিসেবে জলসায় বহু আহমদী মুসলমানের সাথে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে যারা সর্বদা হাসিমুখে আমার সাথে কথা বলেছেন। আমি জলসার পরিচ্ছন্নতা এবং সমস্ত ব্যবস্থাপনায় খুবই প্রভাবিত হয়েছি। আপনাদের স্লোগান 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' প্রকৃত অর্থে দৃশ্যমান ছিল আর এই স্লোগান দ্বারাই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কেবল দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যরাই নয় বরং জলসায় আগত আহমদী সদস্যদের আচার - আচরণও অতিথিদেরকে খুবই প্রভাবিত করেছে।

স্লোভাকিয়া থেকে আগত এক মহিলা মার্টিনা সাহেবা যিনি শিক্ষকতা পেশার সাথে সম্পৃক্ত, তিনি বলেন, আমি খুবই কৃতজ্ঞ কেননা প্রথমবার আমি সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। আমি আতিথেয়তার এমন দৃশ্য দেখেছি, যে দৃশ্য সম্ভবত সমস্ত পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক সদস্য আমার সাথে উন্নত আচরণ এবং হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করছিল। পুরো জলসা আমার হৃদয়ে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষভাবে বয়আত এবং নামাযে আমি আমার আবেগ সংবরণ করতে পারি নি। বয়আতের অনুষ্ঠানের সমস্ত সময় আমি কাঁদতে থাকি। সকল আহমদী যেভাবেখলীফার হাতে এক প্রাণ হয়ে বয়আত করেছে সেই মুহূর্তকে আমি সারা জীবন ভুলব না। একইভাবে আমি আহমদীয়া খলীফার সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি কখনো ভুলব না। এক দিন পার হয়ে গেলেও আমার হৃদয়ে সেই মোলাকাতের গভীর প্রভাব রয়ে গেছে। আমি অবশ্যই তাঁর সাথে অর্থাৎ যুগ-খলীফার সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করতে চাই এবং ইসলামের বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করতে চাই। তিনি মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর হৃদয়ে (জলসার গভীর) প্রভাব পড়েছে।

স্লোভাকিয়া থেকে আগমনকারী আন্ডারেস্কা নামক একজন পুরুষ অতিথি; তিনি একজন ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, সালানা জলসার পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমার মনে হতো, মুসলমান মুহাম্মদ (সা.)-কে নিজেদের ঈশ্বর মনে করে, (নাউযুবিল্লাহ্)। জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, মহান আল্লাহ্ এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদার পরিচয় লাভ হয়েছে। আমি এ-ও জানতে পেরেছি, ইসলাম এক শান্তিপ্রিয় ধর্ম । বিশেষভাবে আমাদের দেশের মিডিয়া ইসলামের বিষয়ে ভুল ধ্যানধারণা উপস্থাপন করে। আমি অবাক হয়েছি কারণ এই পুরো জলসার ব্যবস্থা আহমদীরা নিজেরাই করে থাকে আর কতটা একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও উৎসাহউদ্দীপনার সাথে আতিথেয়তা করে। তিনি বলেন, আমি যখন যুগ-খলীফাকে দেখেছি তখন আমার হৃদয়ে প্রশান্তি এবং আত্মায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেন, আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, খোদা তা'লাই আমাকে এই জলসায় অংশগ্রহণ করিয়েছেন।

এরপর রয়েছেন স্লোভাকিয়া থেকে আগত লুথার মার্টন সাহেব নামক এক অতিথি। বিভিন্ন দেশ থেকে বেশ বড় বড় প্রতিনিধিদল এসেছিল। তিনি বলেন, এই প্রথমবার আমি সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। আহমদীদের চরিত্র এবং আতিথেয়তা দেখে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। সালানা জলসায় আমার অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। মুসলমান আর বিশেষভাবে আহমদীরা শান্তিপ্রিয় এবং তারানিজেদের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। জামা'ত যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল তা-ও আমার ভালো লেগেছে আর ইসলাম ও এর অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষার বিষয়ে আমার অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। আহমদীয়া খলীফার বিষয়ে আমি দেখেছি, প্রত্যেক আহমদী তাঁকে ভীষণ ভালোবাসে আর তিনিও তাদেরকে ভালোবাসেন। এমন পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা পৃথিবীতে বিরল পরিদৃষ্ট হয়।

প্রদর্শনীতে সার্বিয়া ও বসনিয়ার যে মানচিত্র অংকন করা হয়েছে, এ বিষয়ে আমার মনে হয় সার্বিয়ানদের সম্ভবত আপত্তি হলো, তাদের মানচিত্রটি সঠিক অঙ্কিত হয় নি। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপকদের পুনরায় এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।

আলবেনিয়ার প্রফেসর ড. জিপ শুকুরতী সাহেব নামে একজন অতিথি যিনি তিরানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ ন্যাচারাল সায়েন্স-এর অধ্যাপক, তিনি নিজ সহধর্মিনীকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন, এ জলসা এক মহান সমাবেশ ছিল। তিনি একজন মুসলিম। তিনি বলেন, আমি দশ বছর বয়স হতেই রোযা রাখি আর ইসলামের অন্যান্য আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করি, যদিও সবটা সম্ভব হয় না।

এই জলসায় আমি ইসলাম দেখেছি। অন্যান্য মুসলমানদের সাথে আপনাদের স্পষ্ট পার্থক্য হচ্ছে খেলাফত আর এর কারণে আপনাদের মাঝে একতাও রয়েছে।

আলবেনিয়া থেকে আগত একজন মহিলা অতিথি এলমিরা সাহেবা যিনি পেশায় একজন নার্স। তিনিবলেন, ইতঃপূর্বেও তিনি জলসায় এসেছিলেন, এবারও সেই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার কারণে পুনরায় জলসায় এসেছেন। [অআহমদী হওয়া সত্ত্বেও একবার আসলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।] তিনি বলেন, এই প্রথমবারের মতো আমি নামায পড়েছি। [তার সাথে তার কোনো বান্ধবী ছিল।] বান্ধবীকে নামায পড়তে দেখে আমিও নামায পড়া শুরু করি। প্রথমবারের মতো আমার আত্মার প্রতিটি কণা গতিময় হয়ে ওঠে। সিজদায় কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলাম; তখন এমন মনে হচ্ছিল যে, আমার সমস্ত ঘৃণা ধীরে ধীরে বিদূরিত হচ্ছে। আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ঈমানে দৃঢ়তা দান করেন। [পরে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন।] এ সম্পর্কে বলেন যে, এটি আমার স্মৃতিপটে অম্লান থাকবে।

সুতরাং জলসার পরিবেশে অআহমদীরাও প্রভাবিত হয়; সেক্ষেত্রে আহমদীরা প্রভাবিত হবে না- এটি কীভাবে সম্ভব? সুতরাং যেখানে সাধারণ আহমদীদের বিরুদ্ধে কর্মকর্তাদের অভিযোগ থেকে থাকে সেখানে তাদেরকে সংশোধনের সঠিক পন্থা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমে নিজের সংশোধন করুন এবং আদর্শ উপস্থাপন করুন, এরপর দোয়ার প্রতি মনোযোগী হোন।

আলবেনিয়া থেকে আগত একজন মহিলা অতিথি হাই স্কুলের শিক্ষিকা দিরুদিশ কুরতি সাহেবা বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত চমৎকার ছিল। আমি স্কুলের শিক্ষকতা করি আর জানি যে, বর্তমানের ছেলে মেয়েরা কতটা আগ্রাসী মনোভাবের হয়ে থাকে। কিন্তু এখানকার শিশুরাও এতটা সুশৃঙ্খল ও সুসভ্য যে তারা সবাই নিজেদের ডিউটিতে মগ্ন ছিল। ছোট ছোট আতফাল (বাচ্চারাও) উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করে তবলীগের পথ উন্মুক্ত করেছে। তিনি বলেন, আমার জন্য এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয় ছিল। কৌতূহল আমাকে জলসার সময়ে গণ খাবারের হলে নিয়ে যায় যা বাজারের কাছে অবস্থিত ছিল। সেখানেও আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, হাজার হাজার পুরুষ খাবার খাচ্ছে কিন্তু কোনো ধরনের ঝগড়া অথবা কাড়াকাড়ির পরিবেশ আমি দেখি নি। এমন মনে হচ্ছিল যেন সবাই মৌমাছি যারা শুধুমাত্র কাজ করতে জানে। সব কাজের জন্য মানুষ প্রস্তুত ছিল। তাদের চরিত্র এত উন্নত মানের ছিল যে, কারো গায়ে সামান্য ধাক্কা লাগলেই 'স্যরি' বলতো।

আলবেনিয়া থেকে আগত একজন অতিথি জাফর কোচি সাহেব যিনি অর্থনীতিতে এমএ করেছেন। তিনি চার বছর গবেষণা করার পর

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

বয়আত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, জলসা তার জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক ছিল, তার মাঝে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। (তিনি বলেন) জলসা গাহে যুগখলীফার সাথে নামায পড়ার সময় নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারি নি। আর বয়আত অনুষ্ঠানও অত্যন্ত আবেগঘন ছিল। সর্বদা যুগ-খলীফার সাথে বসে নিজেকে নিরাপদ মনে হয়েছে। আমার অনুভূতি এটিই ছিল যে, যুগ-খলীফাই একমাত্র আমার প্রিয় এবং অনুসরণীয় নেতা। এছাড়া একটি বিষয় আমার ভালো লাগে নি। [এটি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় তাই এটি নোট করে নেওয়া উচিত।] তা হলো, জলসায় বেশ কয়েকবার কেউ কেউ বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বেই উঠে চলে যায় । [আমাদের এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যেন নও-মোবাঈনদের ওপর বিরূপ প্রভাব না পড়ে।

বসনিয়া থেকে আগত ইতিহাসের একজন অধ্যাপক হারেস সাহেব বলেন, জলসায় আসার পূর্বে আমি জানতে পেরেছি যে, সেখানে হাজার হাজার মানুষজনের সমাবেশ থাকবে এবং যুগ-খলীফা আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করবেন। আমার মনে কিছুটা ভয়-ভীতি ছিল আর কিছুটা সংশয়ও ছিল। সবকিছু নিয়ে আমার মাথায় কিছুটা সন্দেহ বিরাজ করছিল , কেননা আহমদীদের এত ব্যাপক পরিসরে জলসা এবং তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত জানতাম না। যেহেতু শুধুমাত্র মৌলিক বিষয়েআমি সন্দেহ-সংশয়ে পড়ে ছিলাম। তিনি বলেন, কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হলো, ইতঃপূর্বে এত সংখ্যক ভালো মানুষের মাঝে সময় অতিবাহিত করার সুযোগ কখনো হয় নি। জলসার প্রতিটি জিনিস সুপরিকল্পিত ছিল। ধারণা কী ছিল আর কার্যত কী দেখলাম! প্রত্যেকে স্বীয় কর্মে ব্যস্ত ছিল। মহান ব্যবস্থা এবং সুন্দরভাবে সজ্জিত। তিনি বলেন, খলীফার প্রথম বক্তৃতার পর আমার মন পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি লোকদের পিছু নিতাম যে, তারা কীভাবে কথা বলে এবং কী বলে? তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন? [অনুসন্ধিৎসা ছিল। লোকদের পিছু পিছু হাঁটতে থাকেন।] তিনি বলেন, আমি এসব কিছু শুনছিলাম এবং দেখছিলাম। আমি আমার মুসলমান ভাইদের মাঝে নিজেকে নিরাপদ পেলাম। অনুভব করলাম, আমাকে কেউ মন্দ কথা বলে নি, কেউ আমাকে হিংসা ও অপরিচিত লোকের চোখে দেখে নি আর কোনো কথায় আমাকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে নি। এই সমস্ত বিষয়ের মাঝে যে বিষয়টি আমার জন্য ঈর্ষণীয় এবং স্বতন্ত্র মর্যাদা রাখে, যার অভিজ্ঞতা এর পূর্বে আমি আমার জীবনে লাভ করি নি তা হলো, যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ। আমি এমন প্রশান্তি অনুভব করেছি যেন আমার পিঠ থেকে কোনো পাথর অপসৃত হয়েছে। আমি বিচলিত ছিলাম, কিন্তু এখন প্রশান্ত হয়েছি। আমি প্রশান্তচিত্তে ফিরে যাচ্ছি। নিঃসন্দেহে আমি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। নতুন এবং ভালো লোকদের সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ফিরে যাচ্ছি।

বসনিয়া থেকে আগত ইন্দিরা হায়দার সাহেবা নামক এক ভদ্রমহিলা, যিনি রেডক্রসের সেক্রেটারি, তিনি বলেন, [আমার সাথে সাক্ষাতের কথা বলছেন-] তাঁর সাথে ফ্রাঙ্কফুর্ট -এ সাক্ষাৎ হয়েছে এবং খুবই সুখকর সাক্ষাৎ ছিল, কেননা তিনি খুব ভালো কথা বলেন। সরাসরি তাঁর কথা শোনার সুযোগ হয়েছে।তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আহমদীয়া জামা'ত এবং হিউমিনিটি ফার্স্ট আমাদের দেশে যে আন্তরিকতার সাথে মানবসেবার কার্যক্রম পরিচালনা করছে, এখানে এসে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এদের সেচ্ছাসেবীদের মাঝে মানবজাতির এমন নিঃস্বার্থ সেবার স্পৃহার মূল কারণ হলো খেলাফত ।[এটিই প্রকৃত বিষয়।]

তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মানুষকে আহমদীয়া জামা'ত আশ্চর্যজনকভাবে ঐক্যের মালায় গেঁথে রেখেছে। আমি অনুভব করেছি, সমস্ত মানবজাতিকে এক-অভিন্ন উম্মত বানানো এবং পৃথিবীকে উত্তম স্থানে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টায় তাদের ভূমিকা আমার মনোবল ও বোধবুদ্ধিকে গভীরতা দিয়েছে। এই উপলক্ষটি কেবল মুসলমান হিসেবেই আমার গর্ববোধকে দৃঢ় করে নি, বরং মানবিক সহানুভূতি সংক্রান্ত প্রচেষ্টা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গণ্ডি বিস্তৃত করার বিষয়ে প্রেরণা জোগায়।

বসনিয়া থেকে আগত অতিথি আমীনা সাহেবা নামক একজন ভদ্রমহিলা বলেন, স্বেচ্ছাসেবীদের শৃংখলা ছিল খুবই উন্নত মানের। মহিলাদের অংশে অনুবাদের সমস্যার কারণে আমরা কিছু অনুষ্ঠান শুনতে পাই নি কেননা মহিলাদের অংশে অনুবাদের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। [শুরুতে আমি যে কথা বলেছিলাম তিনিও একথার সত্যায়ন করছেন।] যুগ-খলীফার বক্তৃতার অনুবাদ আমার জন্য আমাদের মহিলাদের গ্রুপ লিডার করেছেন। এই বিষয়টি আমার ভালো লেগেছে যে, অনুষ্ঠানের সূচনা সবসময় কুরআন তেলাওয়াত এবং এর অনুবাদের মাধ্যমে হয়েছিল। মুসলমানরা যেন যথাসম্ভব জ্ঞান অর্জন করে এবং স্বীয় জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে- এই মর্মে যুগ-খলীফার উপদেশ আমার ভালো লেগেছে। এটিই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে উম্মতের বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তন আনা সম্ভব।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় দিন পুনরায় অনুবাদে সমস্যা দেখা দিলে আমাদের মহিলারা অনুবাদ শোনার জন্য পুরুষদের হলে যায়;তখন যুগ-খলীফা মহিলাদের হলে ছিলেন। যাহোক তিনি বলেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে (হুযূরের) যে বক্তৃতা ছিল তা বড়ই উপকারী ছিল। মহানবী (সা.)-এর যুগের নারীদের যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। তিনি আরো বলেন, রবিবারের অনুষ্ঠানেও ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ এবং অন্যের অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত বক্তৃতা ছিল। 'আমাদের প্রত্যেক বিষয়ে সর্বোত্তম হওয়া উচিত'- এই বিষয়টি আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। আমরা যদি ন্যায়বিচার করি তবেই আমরা উন্নতি করতে পারব এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে- এ কথাই যুগ-খলীফা তার বক্তৃতায় বলেছেন। তিনি বলেন, আমি সমস্ত কথা আলোকবর্তিকা হিসাবে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি।

জর্জিয়ার একজন ভদ্রমহিলা লিয়া সাহেবা বলেন, আমি বর্তমানে হল্যান্ডে থিওলজি এবং রিলিজিয়াস স্টাডি বিষয়ে মাস্টার্স করছি। তিনি জর্জিয়ার অধিবাসী। তিনি বলেন, প্রথমবার জলসা দেখতে পেরেছি। ছোট-বড় সবাই প্রাণান্তকর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের সেবা প্রদান করছে। আন্তর্জাতিক বয়আত দেখে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না। জলসার শেষ দিনে সবার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেওয়া হচ্ছিল যে, আমরা ইসলাম অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবনকে সাজাবো। [তিনি এই বয়আত অনুষ্ঠান থেকে এ শিক্ষা নিয়েছেন।] তিনি বলেন, আমার মস্তিষ্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা গেঁথে গেছে যে, আহমদীয়া জামা'তের খলীফা আমাদের সামনে কলমের জিহাদের বাস্তব চিত্র রেখেছেন যার আমি শতভাগ সত্যায়ন করছি।

আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে যে, ইসলাম মহিলাদেরকেও এর শিক্ষা প্রচারের উপদেশ প্রদান করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে সারা বিশ্ব ইসলাম সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করবে এবং এর মাধ্যমে মানুষ নিজ খোদাকে চিনতে পারবে।

জর্জিয়া থেকে একজন সুন্নী স্কলার জনাব ওয়েসেল এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি জর্জিয়াতে থাকি। পনেরো বছর বয়সে আমি খ্রিষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করি। এরপর আমি প্রায় পনে রোবছর মদীনা মুনাওওয়ারাতে অতিবাহিত করি। ইসলামের জ্ঞান এবং আরবি ভাষা আমি মদীনাতে শিখি। ছাত্রজীবনেই আমি আপনার জামা'ত সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শুনতে পেয়েছিলাম যে, আহমদীরা আমাদেরকে কাফের মনে করে এবং আহমদীদের বিশ্বাসই ভিন্ন। তিনি বলেন, জর্জিয়াতে আপনাদের মুবাল্লেগের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি জানতে পারি। তিনি বিভিন্ন গ্রামে কুরবানীর মাংস বণ্টন করেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা সাহায্য করি। তার সম্পর্কে আরো লেখা হয়েছে যে, জলসায় আসার পূর্বে তিনি জামা'ত সম্পর্কে আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ফতোয়া দেখেছেন এই ভেবে যে, আহমদীদের কাছে যাচ্ছি, তাদের সম্পর্কে আযহার বিশ্ববিদ্যালয় কী বলে দেখি! তিনি বলেন, আমি জামা'তের বিষয়ে ইসলামের সকল উম্মতের মতামত পড়ি। সকল ফতোয়া দেখে আমি এ সিদ্ধান্ত নেই যে, আহমদীয়া জামা'তকে আমি কাছ থেকে দেখতে চাই। মানুষ তো কাফের বলে; কিন্তু আমি দেখতে চাই, তারা আসলে কী? অতঃপর তিনি জলসায় এসে জামা'তকে কাছ থেকে দেখে বলেন, আহমদীয়া জামা'ত অবশ্যই ইসলামের অংশ। তিনি আরো বলেন, আমি খলীফার বক্তব্য মনোযোগের সাথে শুনেছি। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আপনাদেরকে কাফের বলা একেবারেই ভুল। আপনারাও অন্যান্য ফিরকার মতো ইসলামের একটি ফিরকা।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

তিনি বলেন, আমি খলীফাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। আমার মাথায় বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল যা জলসার তিন দিনের বিভিন্ন বৈঠকে সমাধান হয়। আপনাদের জামা'ত এবং আপনাদের জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ হয়। জর্জিয়াতে ফিরে গিয়ে আপনাদের জামা'তের বিভিন্ন পুস্তক অধ্যয়ন আরম্ভ করব। আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে আনন্দিত।

অতঃপর কসোভো থেকে আগত অতিথি যিনি ইকন মিউনিসিপ্যালিটির অফিসিয়াল শিক্ষা পরিচালক, তিনি বলেন, জলসার দিনগুলোতে আমি বক্তৃতা শুনেছি, অনেক কথা শিখেছি। আমার স্মৃতিপটেচিরকাল খোদাই করা থাকবে। আমি কসোভোতে নিজ বন্ধুবর্গ ও সঙ্গীসাথিদেরকে এই জলসার কথা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। বিশেষ করে আমি যুগ-খলীফা প্রদত্ত শিক্ষামালার ওপর আমল করব। এছাড়া আমি এবং আমার সাথিরা যে অসাধারণ ও ভালোবাসাপূর্ণ আতিথেয়তা লাভ করেছে তা আমাদের হৃদয়ে সর্বদা অম্লান থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে অপরিমিত আনন্দ দান করুন।

কসোভো থেকে আগত একজন অতিথি উনিজি শারি সাহেব, যিনি লিজান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক রাখেন আর মেয়রের ক্যাবিনেট প্রধান, (তিনি) বলেন, আমার জন্য অসাধারণ এবং সত্যিই প্রভাব বিস্তারী অভিজ্ঞতা ছিল। আমি যুগ-খলীফার খুতবা ও অন্যান্য বক্তৃতাসমূহ শুনেছি এবং হৃদয়গ্রাহী ও হৃদয়ে দাগ কাটার মতো জ্ঞানের ভাণ্ডার অর্জন করেছি যা সর্বদা আমার সাথে থাকবে। (তিনি) বলেন, একথার উপর জোর দিতে চাচ্ছি যে, এই অভিজ্ঞতা আমার হৃদয়ে গভীর দাগ কেটেছে। (তিনি) বলেন, আমার জন্য জলসা সালানা জ্ঞানের জগতের এমন একটি বাগান যা পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে বৃদ্ধি করে। এর পাশাপাশি এটি এমন একটি সুযোগ ছিল যেখানে আপনাদের সংগঠনের দৃষ্টান্তমূলক কর্মকাণ্ড এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাসমূহ দেখানো হয়েছে যে, আহমদীয়া জামা'ত সমাজের কল্যাণের জন্য কত আশ্চর্যজনক পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং পদক্ষেপ নিচ্ছে।

কসোভোর এরিজানের মেয়র জনাব মেহমাত বলেন, এই অসাধারণ জলসা আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে এবং আমি ঐক্য, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের এই অনুপ্রেরণা দেখে খুবই অভিভূত হয়েছি যা এই সমাবেশের প্রতিটি অঙ্গনে ছেয়ে ছিল। বক্তৃতার অধিবেশনের সময় বক্তৃতাসমূহ খুবই উন্নত মানের ছিল। বিশেষ করে যুগ-খলীফার বক্তৃতা আমার জন্য বিস্ময়কর ও ঈমান উদ্দীপক ছিল। আমি এখন ইসলামকে সঠিক অর্থে বুঝতে পেরেছি। আমার ব্যবস্থাপনার আতিথেয়তার প্রশংসাও করা উচিত আর সবাই খুবই উত্তম আতিথেয়তা করেছেন।

তাজিকিস্তান থেকে আগত এক বন্ধু আরজু করীম সাহেব বলেন; [এই বন্ধু আরবি এবং তাজেক ভাষায় পাণ্ডিত্য রাখেন এবং আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন, অনেক আরবি পুস্তকের তাজেক ভাষায় অনুবাদও করেছেন এবং বেশ কিছু তাজেক পুস্তকেরও রচয়িতা।] তিনি বলেন, আমি গভীর মনোযোগের সাথে জলসা শুনেছি এবং লোকদের দেখেছি। আহমদীয়া জামা'তের সেই সকল গুণাবলীর কথা উল্লেখ করব যা অন্যান্য ধর্মীয় জামা'তগুলোতে বিলুপ্তপ্রায়, আর তা হলো আহমদীদের উন্নত চরিত্র।

[সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর খুবই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত।] আমি অনেকগুলো ইসলামী ফিরকা সম্বন্ধে গবেষণা করেছি। যদি বাকি সকল ফিরকা বর্তমানে ইসলামের ওপর এক শতাংশ আমল করে থাকে তাহলে এই জামা'ত ইসলামের শিক্ষামালার ওপর নিরানব্বই শতাংশ আমল করছে। বুকস্টলে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য আপনাদের তবলীগী চেষ্টাপ্রচেষ্টার প্রমাণ বহন করে। (তিনি) বলেন, আমি যোগাযোগ রাখব এবং জামা'ত সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করব; আমি খোদা তা'লাকে ছাড়া কাউকে ভয় পাই না। যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎও আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আমি তাঁর সাথে (অর্থাৎ) যুগ-খলীফার একথার সাথে একমত পোষণ করি যে, প্রকৃত দুর্বলতা আমাদের মাঝেই অথচ আমরা সর্বদা সরকার ও রাষ্ট্রকে দোষারোপ করতে থাকি। (তিনি) বলেন, আমি আশা করি, আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হবে এবং আমি তাথেকে উপকৃত হব।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

তাজিকিস্তানের প্রতিনিধিদলের মাঝে অন্তর্ভুক্ত একজন অআহমদী তাজেক বন্ধু বলেন, যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাতের সময় তাজিকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যাবলি এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার ভালো লেগেছে যে, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ে চিন্তা করেন। (তিনি) বলেন, (এখানে) আগমনের পূর্বে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আমি আপনাদের জামা'তের কাছে ভ্রাতৃত্ব বোধ ও মনুষ্যত্বের শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছি।

তাজিকিস্তানের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, তাজিকিস্তানের প্রতিনিধিদলে একজন বন্ধু ছিলেন যিনি খুবই আপত্তিকারী স্বভাবের। জলসার প্রথম দুই দিন শুধু আপত্তিই করতে থাকেন। একটি আপত্তি করতেন,এরপর উত্তর না শুনেই আরেকটি আপত্তি করে বসতেন। তাকে তার সঙ্গীরা বলে, আমাদের অন্তত পর্যবেক্ষণ করা উচিত! দেখ, শুধু শুধু আপত্তি করো না। যাহোক, এরপর জলসার দ্বিতীয় দিন আমার (হুযূরের) সাথে প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার ছিল, তারও সাক্ষাৎ হয়। আমি প্রথমেই তার সাথে কথা বলা শুরু করি। তার পরিচয় দেওয়া হয়। মাস্ক পরিহিত ছিলেন। আমি বলি, মাস্ক খুলুন, একটু চেহারা দেখান। তার সাথে অনেক বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হতে থাকে। মুরুব্বী সাহেব বলেন, সাক্ষাতের পর তিনি এমর্মে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন যে, যুগ-খলীফার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার জন্য দোয়াও করতে থাকেন। তিনি বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো, এরপর থেকে দুই দিন তিনি আর কোনো ধরনের আপত্তি করেন নি, আর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে তার হৃদয় এতটাই পরিষ্কার হয়েছে যে, তার সব আপত্তি উবে যায়।

জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী কতক আরব বন্ধুর অভিব্যক্তিও রয়েছে। একজন মেহমানের নাম হলো মুহাম্মদ আলী সাহেব। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারি। আমার বন্ধু আমাকে জলসাতে নিয়ে এসেছে। আমার ইচ্ছা ছিল সারাদিন থেকে সন্ধ্যার দিকে ঘরে ফেরত চলে আসব , কেননা এখানকার জায়গা আরামপ্রদ ছিল না আর ঘরও কাছেই ছিল। কিন্তু আমি যখন জলসার পরিবেশ আর ব্যবস্থাপনা দেখলাম, প্রত্যেক ব্যক্তি হাস্যোজ্জ্বল এবং সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে যেন একে অপরের পরিচিত। তিনি বলেন, এমন পরিবেশ আমি আমার জীবনেও দেখি নি। আমি আমার ইচ্ছা পরিবর্তন করলাম আর ভাবলাম, এখানে জলসায় মাটিতেই শুয়ে পড়ব। এতে কোনো ক্ষতি হবে না, কেননা নীচে ম্যাট্রেস বিছানো আছে। জলসার দ্বিতীয় দিন আহমদীয়াতের সত্যতা আমার মনে গেঁথে যায়। আমি বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিলাম আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এর তৌফিকও দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আহমদীদের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করা, শৃঙ্খলাবোধ, ভেদাভেদমুক্ত হওয়া দেখে ভীষণ প্রভাবান্বিত হয়েছি। প্রত্যেকেই তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, সে ব্যবস্থাপক হোক বা অতিথি।

আব্দুর রহমান ইসমাঈল সাহেব লিখেন, আমি জলসা সালানায় প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করছি। পৃথিবীতে এমন কোনো দল নেই যারা এমন কাজ করে থাকে। সারা পৃথিবী থেকে মানুষ এখানে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু কোনো ধরনের ঝগড়া-বিবাদ দেখতে পাই নি। পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উত্তম দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছি। তিনি বলেন, যে আশা করা হচ্ছিল তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক এতে অংশ নিয়েছে আর আমিও ব্যাপকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

আব্দুল্লাহ্ ইজ্জত আকিলী সাহেব মিশর থেকে এসেছেন। তিনি এখন ফ্রান্সে থাকেন আর সেখানে পদার্থবিদ্যায় এমএসসি করছেন। তিনি বলেন, পদার্থবিদ্যায় প্রত্যেক বিষয়কে সন্দেহের চোখে দেখা হয়, আর এ কারণে সবকিছুতেই সন্দেহ করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমি অনেক আগেই বয়আত করেছিলাম এবং জামা'ত ও খেলাফতের সাথে সম্পর্কও ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি সাথে জামা'ত সম্পর্কেও সন্দেহ শুরু হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে আমি জামা'ত থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, এবছর জলসা সালানা জার্মানিতে অংশ নিতে উপস্থিত হই কিন্তরেজিস্ট্রেশনেও কিছুটা বিলম্ব হয়। [এখানে এই অভিযোগ ছিল যে, রেজিস্ট্রেশন সময়মতো হচ্ছিল না যার কারণে লোকদের বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছিল। যাহোক, এই বিলম্ব তার কাজে লেগেছে।] তিনি বলেন, তা এভাবে: যখন আমি পৌঁছাই তখন খুতবা শুরু হয়ে গিয়েছিল আর যখন আমি জলসাগাহে প্রবেশ করলাম সেই মুহূর্তে খুতবার যে কথাগুলো আমার কানে প্রবেশ করেছিল তা হলো, মানুষ যদি প্রত্যেক কথাতেই মন্দ ধারণা করতে শুরু করে তাহলে এক মুহূর্তও এই পৃথিবীতে অতিবাহিত করা দুষ্কর হয়ে যাবে।

[হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি আমি পড়ছিলাম।] সে পানিও পান করতে পারবে না এই ভেবে, হয়ত তাতে বিষ মেশানো আছে। বাজারের কোনো কিছুই খেতে পারবে না হয়ত তাতে প্রাণহারী কোনো কিছু থেকে থাকবে। তাহলে কীভাবে সে জীবিত থা কবে? ” (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৩) তিনি বলেন, এ কথাগুলো শুনতেই আমি ভেতর থেকে কেঁপে উঠলাম। এমন মনে হলো যে, এ মুহূর্তে জলসাগাহে আমার উপস্থিত হওয়া ঐশী তকদীরের অধীনে ছিল, কেননা প্রথম বাক্যই আমার রোগের চিকিৎসা ছিল আর মনে হচ্ছিল যেন এসব আমাকেই সম্বোধন করে বলা হচ্ছে। তিনি বলেন, এটি কোনো কাকতালীয় বিষয় হতেই পারে না। আমার হৃদয়ে এটি গভীর দাগ কেটেছে আর খোদার ফযলে আমার ভেতরের সন্দেহপ্রবণতাও দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জলসা সালানায়অংশগ্রহণ করিয়ে আমার সন্দেহপ্রবণতা ও কুধারণা পোষণ করা থেকে মুক্তি দান করেছেন। এই ঘটনা তিনি নিজে আমাকে সাক্ষাতেও শুনিয়েছেন।

ক্যামেরুন থেকে ইমাম সাহেব এসেছিলেন। তিনি সেখানকার অনেক বড় ইমাম, ক্যামেরুনের দুয়ালা শহরের চীফ ইমাম এবং দুটি রিজিওনের উলামা পরিষদের চেয়ারম্যানও বটে। তিনি একজন অআহমদী (অতিথি)। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার এত বড় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি।

আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, জলসা সালানায় নানা রঙের, নানা শ্রেণির মানুষ হাসিমুখে পরস্পরের সাথেসাক্ষাৎ করে এবং সবাই এক পরিবারের সদস্যের ন্যায় পরস্পর ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সাক্ষাৎ করে। আর এই তিন দিনে কোনো ধরনের ঝগড়া-বিবাদ আমার চোখে পড়ে নি। পুনরায় বলেন, প্রদর্শনীগুলোতে গিয়ে জ্ঞানে অনেক সমৃদ্ধি লাভ হয়েছে এবং আমি জামা'তের সেবাকর্মে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। পুনরায় বলেন, জামা'তের ইমামের বক্তৃতাসমূহ অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল। (এগুলো) ইসলামীশিক্ষার সর্বোত্তম প্রতিফলন ছিল। মহিলাদের উদ্দেশ্যে (তাঁর) প্রদত্ত ভাষণ আমাকে অনেক প্রভাবান্বিত করেছে। যদি আমরা এই মূল্যবান নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন শুরু করি তাহলে এই জীবন জান্নাতপ্রতিম হয়ে উঠবে। পুনরায় বলেন, জলসার সময় জামা'তের ইমামের অআহমদী অতিথিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা ইসলামি শিক্ষামালায় পরিপূর্ণ ছিল। জামা'তের ইমাম এরূপ শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের নিজ ধর্মের বিষয়ে গর্ব করা উচিত। আমাদের সবার কার্যত এ শিক্ষাকে পুরো বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা উচিত। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া জামা'তের খলীফাকে বিশ্ববাসীর সামনে সর্বোত্তম ইসলামী শিক্ষামালা উপস্থাপনের জন্য মনোনীত করেছেন। তিনি আরো বলেন, অবশিষ্ট যে বক্তৃতাগুলো ছিল সেসবের মাধ্যমেও আমার অনেক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে; অর্থাৎ অন্যান্য আলেমদের বক্তৃতামালার মাধ্যমে।

এরপর চেক রিপাবলিক থেকে এ বছর প্রথমবার এক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড্যানিয়েল সাহেব (জলসায়) অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এটি আমার জলসা সালানার প্রথম অভিজ্ঞতা। অনেক বিষয় আমাকে অভিভূত করেছে। (এর মাঝে) একটি হলো, নামাযের সময় আমি দেখেছি যুগ-খলীফার সাথে জামা'তের সদস্যরা যেভাবে নামায আদায় করছিল- মনে হচ্ছিল যেন তারা ও যুগ-খলীফা এক দেহ এক প্রাণ, যেন তারা এক সত্তায় একাকার হয়ে গেছে। আমি পৃথিবীতে অনেক জাতি, ধর্ম এবং মানুষ দেখেছি। এরূপ ঐক্য ও সংহতি আজ প্রথমবার আমি দেখেছি, যা দেখে হৃদয় গভীরভাবে পুলকিত। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে বড় বড় প্রদর্শনীতে যাওয়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। সেগুলোতেযেখানেই সিকিউরিটি দেখেছি সেখানে নিরাপত্তাকর্মীদের কঠোর আচরণ লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এই জলসা সালানার নিরাপত্তাকর্মী থেকে শুরু করে প্রতিটি কর্মীর চেহারায় সর্বদা মুচকি হাসি দেখেছি, কোমলতা দেখেছি যা নিশ্চিতভাবে সমগ্র জলসার পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছিল। এত বড় অনুষ্ঠান কো নো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়া চলতে থাকা নিশ্চয়ই আশ্চর্যজনক। কতক আহমদীর সিকিউরিটি সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে, কিন্তু স্বস্তির বিষয় হলো, অতিথিদের নিরাপত্তাকর্মীদের আচরণ ভালো লেগেছে। সাধারণত দুই-একটি ঘটনা ঘটে থাকবে যা কেউ প্রদর্শন করেছে অথবা কতক এলাকায় বিধিনিষেধ ছিল, কিন্তু মোটের ওপর নিরাপত্তাকর্মীরা উত্তম আচরণ প্রদর্শন করেছে। পুনরায় আমার সাথে সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রথমবার আমি তাঁকে দেখে অনেক প্রভাবিত হয়েছি আর আমি অনেক কৃতজ্ঞ । এই সাক্ষাৎ আমার জীবনের এক মূল্যবান অংশ আর আমি (তাঁর) কথায় খুবই উপকৃত হয়েছি।

চেক রিপাবলিক থেকে আগত আরেক যুবক অতিথি বলেন, আমি এই জলসা সালানায় আহমদীদের মাধ্যমে খোদা দর্শন করেছি। অনেক লোক খোদা সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করে, কিন্তু এই জলসায় লোকদের নীরব উন্নত চরিত্র দেখে আমি আপনার জামা'তে খোদার সত্তাকে দর্শন করেছি। এটিও এক প্রকার নীরব তবলীগ।

লিথুয়ানিয়া ইউনিভার্সিটির আরবি বিষয়ের অধ্যাপিকা গিনতারে সেরে কায়তে জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি স্বেচ্ছায় লিথুয়ানিয়ান ভাষায় ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তকের অনুবাদও করেছেন। তিনি বলেন, ইসলামী বিশ্বে আহমদীয়া জামা'ত এক অনন্য পদমর্যাদা রাখে। আহমদীয়া জা'মাত যেভাবে অআহমদী ও অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, অন্য কোনো জা'মাত সেরূপ করে না। একজন গবেষক হিসেবে ইসলামী সংস্কৃতি ও রেওয়ায়েতে আমার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে, কিন্তু লিথুয়ানিয়াতে আহমদীয়া জা'মাত ব্যতিরেকে অন্য কোনো ইসলামী দলের সাথে ওঠাবসা করা ও সম্পর্ক রাখা অনেক কঠিন। জলসা সালানা আমার জন্য আহমদীয়া জা'মাতকে সকল দিক থেকে যাচাই করার চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে। নিশ্চিতভাবে আহমদীয়া জামা'ত তাদের ব্রত 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কোকারো পরে'- এতে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত আর আমি এখানে সাতচল্লিশ হাজার লোকের মাঝে নিজেকে অপরিচিত অনুভব করি নি।

অতঃপর লিথুয়ানিয়া থেকে একজন লেখক ও সাংবাদিক জিরোনিমাস সাহেব বলেন, আমি পৃথিবীতে বিরাজমান অশান্তি ও সীমাহীন দারিদ্র্য নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। সর্বদা এ চিন্তায় রত থাকি যে, এরূপ পরিস্থিতিতে একজন সাধারণ লোক কী করতে পারে? এ প্রশ্নটিই আমি খলীফাতুল মসীহ্‌কে জিজ্ঞেস করে খুবই সন্তোষজনক উত্তর পেলাম যে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য তো সেটিই যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে আর তা হলো, মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা। মানুষের এ কথাটি ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, মৃত্যুর পরও একটি জীবন রয়েছে। যদি মানুষ সেদিকে মনোযোগী না হয় তবে পৃথিবীতে সর্বদা অশান্তি বিরাজ করবে। আমি এটি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, যুগ-খলীফার পূর্ব থেকেই এ বিষয়ের দিকে মনোযোগ রয়েছে আর তিনি স্বীয় বক্তৃতামালা ও খুতবাসমূহে লোকদেরকে পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যাদির সমাধানও বাতলে দিচ্ছেন।

আবার কিরগিজিস্তানের কাচিউ সাহেব (জলসায়) এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসা চলাকালীন সময়ে আমি নিজ ধর্ম ও জামা'ত সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। আমি আমার জীবনে প্রথমবারের মতো জলসায় অংশগ্রহণ করেছি আর প্রথমবারই দেশের বাইরে এসেছি। আমার এ ধারণা ছিল না যে, জলসায় এত লোকের সমাগম ঘটবে। আমি সেখানকার সকল কথা শুনেছি আর তা আমার কাছে আকর্ষণীয় লেগেছে। সব কিছুর উত্তম ব্যবস্থা ছিল।

কাজাখিস্তান থেকে আগত একজন আহমদী বন্ধু আলী বেগ সাহেব বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে খুবই ভালো লেগেছে। যখন বয়াত করেছি তখনকার অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা ছিল আর যখন যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করেছি তখন আমার সকল আবেগ-অনুভূতি ছিল তুঙ্গে আর আমার জলসায় আসার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণের এত বেশি প্রভাব পড়েছে যে, আমার স্ত্রী ও সন্তানরাও বলছিল যে, তুমি বদলে গেছ। পরবর্তী বছর স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা আছে, ইনশাআল্লাহ্ ।

এক তুর্কি ভদ্রমহিলার নাম হলো ইয়াসমীন সাহেবা যিনি পেশায় একজন শিক্ষিকা। তিনি জার্মানিতেই থাকেন, (জলসায়) অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, যুগ-খলীফার বক্তব্য আমার প্রশ্নসমূহের জবাবস্বরূপ ছিল। জলসার পরিবেশ আমার খুবই ভালো লেগেছে। এত বড় জনসমাবেশ হবার পরও এত শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যেকটি কাজ সম্পন্ন হওয়া আমার হৃদয়ে প্রশান্তির জোগান দিয়েছে। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এত লোকের সমাগম হওয়া আর তাদের প্রত্যেকের ভালোবাসার মালায় গেঁথে থাকা অসাধারণ ও আশ্চর্যজনক একটি বিষয় ছিল। তিনি বলেন, মোটকথা সেখানে যা কিছু বলা হয়েছে আর যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, আমি সেটিই খুঁজছিলাম। সেদিন আমি একটি পাজলের প্রতিটি অংশকে স্ব স্ব স্থানে যথাযথভাবে বসতে দেখেছি।

সার্বিয়া থেকে আগত একজন সাংবাদিক সিতানিস সাহেব নিজ অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, একজন অর্থোডক্স খ্রিষ্টান হওয়া এবং ইন্টারনেটে আপনাদের বিরুদ্ধে অনেক ঘৃণা ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আমি আপনাদের জামা'ত দেখে খুবই অভিভূত। আপনাদের ব্যবস্থাপকরা ও ব্যবস্থাপনা আমাকে অবাক করেছে।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আমরা আহমদীয়াতের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়াতে পারছি না। আমি আপনাদের ‘ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে’ ব্রতটি আপনাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছি। ব্যবস্থাপনা এবং ছিচল্লিশ হাজার লোকের মধ্যে আমি কোনো ধরনের মন্দ বিষয় লক্ষ্য করি নি। প্রতিটি স্থানে শান্তি ছিল। আপনাদের শিক্ষানুযায়ী প্রত্যেকেই একে অপরকে সম্মান করেছে। তিনি বলেন, আমার পক্ষে সবকিছু ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

সার্বিয়া থেকে আগত এক মহিলা সাংবাদিক মিয়া সাহেবা বলেন, আমার হৃদয়ে জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা, বক্তাগণ এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে খুবই ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খলীফার বক্তব্যে আমি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছি। অনুরূপভাবে আমি সমগ্র ব্যবস্থাপনার প্রতিও কৃতজ্ঞ।

একজন স্থানীয় পোলিশ আহমদী নারী বলেন, তিন বছর পূর্বে আমি একটি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি একটি মোলাকাত অনুষ্ঠানে রয়েছি আর তিনি আমাকে (সেই নারী হুযূরকে) কিছু প্রশ্ন করতে চান। তিনি বলেন, কিন্তু আমি প্রশ্ন করার সুযোগ পাই নি। এজন্য আমি খুব অস্থির ছিলাম। আমার প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, কিন্তু এবার আমি জার্মানিতে জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করি এবং হুযূরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয় আর আমি সে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে যাই আর যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে খুবই সন্তোষজনক উত্তরও পেয়েছি। এরপর আমি এক আশ্চর্যজনক প্রশান্তি অনুভব করি। আমি খুবইকৃতজ্ঞ।

একজন জার্মান অতিথি গুন্তা মাওয়া সাহেব বলেন, আমি ইসলাম ধর্মকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখি। তা সত্ত্বেও আমি খলীফার বক্তব্য খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। এমনকি খলীফা তার বক্তৃতায় যেসব উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছিলেন, সেগুলোও আমি যাচাই করেছি। [কিছু লোক এত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ! কুরআন শরীফের যেসব আয়াত আমি উদ্ধৃত করেছিলাম সেগুলো ভুল নয়তো? শুধুমাত্র বলার জন্য নয়তো? তিনি গিয়ে কুরআন শরীফ খুলে দেখেছেন।] তিনি বলেন, আমি এটি মানতে বাধ্য যে, খলীফার বক্তব্য শুনে আমি খুব অবাক হয়েছি যে, খলীফা শান্তি -সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে এত গুরুত্বারোপ করেছেন। নিঃসন্দেহে যুগ-খলীফা চমৎকার বক্তব্য দিয়েছেন।

আমি বারংবার এটি বলতে বাধ্য। আমি কতটা আশ্চর্য হয়েছি আপনারা ধারণা করতে পারবেন না, কেননা তিনি ইসলামের এক শান্তিপ্রিয় চিত্র উপস্থাপন করেছেন যা এখানে সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয় না। নিশ্চিতভাবে আজ ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক বড় পরিবর্তন হয়েছে। কেননা ইতঃপূর্বে আমি ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে চিন্তাও করতে পারতাম না এবং ইসলামের শান্তির শিক্ষার বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল না।

আমি আজ সর্বপ্রথম মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খলীফার বক্তব্য পুরুষদের হলের স্ক্রীনে দেখেছি। আমি জানতাম না যে, ইনি খলীফা, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শুনে আমি খুব প্রভাবিত হয়েছি। অতঃপর যখন তিনি অতিথিদের স্টেজে আসলেন তখন আমি বুঝতে পারলাম এবং খুব খুশি হলাম যে, এখন আমি তাঁর কথা সরাসরি সামনে বসে শুনতে পারব।

একজন জার্মান অতিথি কেভিন সাহেব বলেন, আমি খলীফার বক্তৃতা শুনে আশ্চর্যান্বিত। কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না যে কী বলব? কিন্তু আমি জানি, খলীফার বর্ণিত কথাগুলোর উপর প্রত্যেকের আমল করা উচিত এবং খলীফা হাস্যোজ্জ্বল থাকা সম্পর্কে যা বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জার্মানিতে এর খুব অভাব। [তিনি নিজের কথা বলছেন যে, আমাদের মুখে হাসি থাকা উচিত যা আমাদের মাঝে নেই ;আর আমাদের লোকেরা পাশ্চাত্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে যায়!] নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আমি তাঁরবক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত এবং আমি মনে করি, খলীফা যা বলেছেন তার সবই সত্য।

ক্যাথলিক টিভির প্রতিনিধি একজন জার্মান খ্রিষ্টান অতিথি ক্রিশ্চিয়ানা, তিনি বলেছেন, খলীফার ভাষণ অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল আর শ্রোতামণ্ডলীর ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি বক্তৃতা প্রস্তুত করেছেন। আমি মনে করি, খলীফা যেভাবে মৌলিক নীতিগুলো বর্ণনা করার পাশাপাশি এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, এসব মৌলিক নীতি আজ জাতিসংঘ বা অন্য কারো দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নি বরং আল্লাহ্ তা’লাই শিখিয়েছেন, অনুরূপভাবে অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদেরও এরূপ ব্যাখ্যাসহ নিজেদের বক্তব্য দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, খলীফার বক্তব্য এমন ছিল যে, কেবল শুনে নেওয়াই যথেষ্ট নয় , বরং এ সম্পর্কে অনেক চিন্তাভাবনা করা উচিত– তাঁর বর্ণিত কথাগুলোর মর্ম কী? আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি এবং ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই ভালো। নারীদের সম্পর্কে ইসলামের যে শিক্ষামালা খলীফা বর্ণনা করেছেন তা খুবই আকর্ষণীয়। তাই আমার আকাঙ্ক্ষা হলো মানুষ যেন মনে রাখে যে, এসব অধিকার ও মর্যাদা কোনো এনজিও বা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে নি, বরং খোদা তা’লা ধর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

একজন জার্মান অতিথি উইলিয়ান সাহেব বলেন, [তিনি আমার ব্যাপারে বলেন যে,] তিনি খুবই উন্মুক্তমনা ছিলেন আর আমি তাঁর বৈঠকে তাঁকে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল পেয়েছি। তিনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব কথা বলেছেন তা খুবই গভীর ছিল। মানুষ যে দেশে বাস করে তার সে দেশের সেবা করা উচিত। প্রতিবেশীদের সংজ্ঞা দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি একে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছেন, এটি আমার জন্য একটি বড় বিষয় ছিল। কেননা সত্যিকার অর্থে এভাবেই প্রত্যেকের যত্ন নেওয়া যায়। খ্রিষ্টান ধর্মও প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছে , কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত তা নির্দিষ্ট করে নি। এজন্য শুধু পাশের বাড়িকে প্রতিবেশী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অথচ ইসলাম এর চেয়ে উন্নত শিক্ষা উপস্থাপন করেছে। [একজন খ্রিষ্টান এসব কথা বলছেন।]

একজন জর্জিয়ান মহিলা বলেছেন, আমি আজ খলীফার উভয় বক্তৃতাই শুনেছি (এবং) খুব প্রভাবিত হয়েছি। আজ এসব বক্তৃতা আমার সামনে স্পষ্ট করেছে যে, প্রকৃত ইন্টিগ্রেশন বা সংহতির অর্থ হলো ধর্ম, জাতি এবং মানবতার সেবা করা। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ আমার খুব ভালো লেগেছে, কারণ এখানে সকল জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী ও পেশার মানুষ পরম ভালোবাসা ও ঐকমত্যের সাথে সহাবস্থান করছিল যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। লাজনাদের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা ছিল তাতে আমি ইসলামে নারীর (মর্যাদা) সম্পর্কে প্রথমবার জেনেছি যে, ইসলামে নারীর মর্যাদা এত মহান; এমন মুসলিম নারীও ছিলেন যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এটি আমার জন্য অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল।

অস্ট্রেলিয়ার অতিথি আলী বকর সাহেব গ্রীন মুসলিম পার্টির মুখপাত্র। এটি সম্ভবত অস্ট্রিয়া হবে, অস্ট্রেলিয়া লেখা। যাহোক তিনি বলেন, খলীফার বক্তব্য আকর্ষণীয় এবং প্রভাব সঞ্চারী ছিল। তিনিযেসব কথা বলেছেন তা শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং সমাজের সকল শ্রেণির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া একথা বলা যে, কেবল মুসলিম দেশেই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে– এটি আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল।

আরেকজন জার্মান ভদ্রমহিলা মেমান মাই সাহেবা; মুসলমান না হয়েও সেখানে তিনি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ওড়না পরে বসে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একজন খ্রিষ্টান। খলীফার বক্তৃতার সময় আমি অনুভব করেছি, আমাদের পরস্পরের মাঝে পার্থক্য খুব সামান্য আর আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারি। এতে আমি খুব প্রভাবিত হয়েছি। বক্তৃতার সময় আমার হৃদয়কে এটি এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নারীদের সম্পর্কে যে শিক্ষামালা তুলে ধরেছেন করেছেন তা থেকে বুঝা যায়, ইসলাম নারীদের যে অধিকার প্রদান করে তা তাঁর, (অর্থাৎ) খলীফার বক্তৃতায় উঠে এসেছে যা অন্যান্য সম্প্রদায় বলে থাকে। জলসায় আমি নিজে লক্ষ্য করেছি, এসব শিক্ষা কেবল শেখানোই হয় না বরং অনুশীলনও করা হয়। তিনি বলেন, তাঁর কথাগুলো হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো ছিল আর আমি এখানে অনেক মানুষকে কথা শুনে কাঁদতেও দেখেছি।

জলসায় ৭টি দেশের ৩৯জন লোক বয়আত করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন, যারা ওই দিনগুলিতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

সার্বিয়া থেকে আগত এক মহিলা অতিথি উর্দুস সাহেবা বলেন, জলসা সমগ্র পৃথিবীর আহমদীদের একত্রকারী একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান। বয়আতের অনুষ্ঠানটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আবেগাপ্লুত করেছে এবং আমার ওপর সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক প্রভাব ফেলেছে। প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমরা সবাই একে অপরের কাঁধে হাত রেখে দিয়েছিলাম। আমি একটি শব্দও বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু যা কিছু বলা হয় তা কোনো না কোনোভাবে আমার দেহ ও মনে সঞ্চারিত হয় এবং এক শিহরণ সৃষ্টি করে যা আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ্ তা’লার নৈকট্যভাজন করে। বয়আতের কারণে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম।

হামবুর্গের এক তুর্কি যুবক জন মুর্ত সাহেব বলেন, এ জলসায় যোগ দিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি, মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের বিজয়ের জন্য আহমদীদের হৃদয়ে এক অনির্বাণ শিখা প্রজ্বলিত করেছেন। জন মুর্ত সাহেব জলসার শেষ দিন লিখিত বয়আত করার পর আমার হাতেও বয়আত করেন।

এগুলো ছিল কিছু লোকের ভাবাবেগ যা আমি বর্ণনা করলাম।

জার্মানির জলসায় মিডিয়া কভারেজও আল্লাহ্‌র রহমতে খুব ভালো ছিল। যেমন চারটি টিভি চ্যানেল এআরডি, আরটিএল, ভিডিও টিভি ও

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা নামায পড়েছি তাই শরীরচর্চার প্রয়োজন নেই- এটা তো শরীরচর্চা না করার অজুহাত। আমি নামাযও পড়ি আবার শরীরচর্চাও করি। নামায হল হালকা শরীরচর্চা যা বিভিন্ন সময় আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু নামায শরীরচর্চা বলে অন্যান্য শরীরচর্চা করব না তা যেন না হয়। এমনটি চলতে থাকলে বিয়ের পর তখন অতিরিক্ত ভারি শরীর হয়ে যাবে। শরীরচর্চা জরুরী। নামায হল একটা হালকা ধরণের শরীরচর্চা যা মানুষকে স্ফূর্তিবান রাখে। মহিলাদের শারিরিক গঠনটাই এমন আর প্রাকৃতিক কারণেই তাদের ওজন বৃদ্ধি পায়। তাই মেয়েদের বেশি শরীরচর্চা করা উচিত, যাতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। যুক্তরাজ্যে আমাদের এক যুবক এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে যে, নামাযের বিভিন্ন ভাগ মানুষকে স্ফূর্তিবান রাখে। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে অভ্যাস আছে ওজন বেড়ে গেলে কিছু সময় পর বসে নামায পড়তে শুরু করে। এখানেও আমি দেখেছি, বিয়ের পর কোন আঘাত লাগলে বা অন্তঃসত্তা হলেই বসে নামায পড়তে শুরু করে। যদিও এর কোন প্রয়োজন নেই। অলিম্পিকে চীনের একটি মেয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। সে অন্তঃসত্তা থাকা সত্ত্বেও স্বর্ণপদক জিতে ফেরে। আমাদের এখানে হলে নামাযটাও বসে পড়তে শুরু করে।

প্রশ্ন: স্বামী-স্ত্রী একাকী হলে এক সারিতে বা-জামাত নামায পড়া যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এটাই বলেছেন যে, পুরুষ ও মহিলা এক সারিতে দাঁড়াবে না, স্বামী-স্ত্রী হলেও। বরং সামান্য আগে পিছে দাঁড়াবে। বাধ্যবাধকতা থাকলে পড়েও নেওয়া যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অনেক সময় যখন মাথাব্যাথা ভুগতেন বা মাথা ঘুরত, যখন তিনি বাইরে বা-জামাত নামায পড়তে যেতে পারতেন না, তখন বাড়িতে নামায পড়তেন। তাঁর সঙ্গে হযরত আম্মা জান (রা.) দাঁড়াতেন। হুযুর (আ.) এর ব্যাখ্যায় বলেন- ...... যেহেতু আমি বাইরে যেতে পারব না। আর তাকে আমি একারণে সঙ্গে দাঁড় করাই যাতে আমি পড়ে না যাই, তার কাঁধে ভর করে দাঁড়াতে পারি। ... কেননা ইসলাম এতটা কঠোর নয় যার মধ্যে নমনীয়তা থাকবে না। সাধারণ নিয়ম হল, যদিও স্বামী-স্ত্রী তবু সারি বানাতে হবে।

প্রশ্ন: আমাদেরকে জন্মদিন পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু তবুও কিছু কিছু পরিবার বাড়িতে কেক কেটে ছোট খাট অনুষ্ঠান করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাকে লন্ডনেও কোন একজন ওয়াকফে নও মেয়ে এই প্রশ্ন করেছিল যে, আমাদেরকে জন্মদিন পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমি বলেছিলাম, মোটেই নিষেধ করা হয় নি। কিন্তু আমাদের মাঝে জন্মদিন পালনের পদ্ধতি আলাদা। আমাদের জন্মদিন পালন হল সকালে ওঠা, দুই রাকাত নামায পড়া,খোদা তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এই কারণে যে তোমার বিগত বছরটি ভাল কেটেছে আর ভবিষ্যতে আরও যেন ভালভাবে অতিবাহিত হয়, আর সদকা করা। কোন গরিব মানুষকে সদকা দাও, যাতে এত সব মানুষ যে অনাহারে মারা যাচ্ছে, কেকের পরিবর্তে তাদের মুখে দুমুঠো খাবার তুলে দেওয়া যায়। এটাই হল প্রকৃত জন্মদিন পালন। আহমদীদের এভাবেই জন্মদিন পালন করা উচিত। দোয়ার উপর ভিত্তি রাখা উচিত। তাই নফল পড়ো, দোয়া কর, আর বিশেষ করে ওয়াকফে নওদের এই দোয়া করা উচিত যে, বিগত বছরটি ভাল কেটেছে, আল্লাহ্ তা'লা আমার আগামী জীবনও যেন ভালভাবে কাটিয়ে দেন আর নিজের ওয়াকফের অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার তৌফিক দেন এবং যাবতীয় উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত রাখেন এবং সুস্বাস্থ্য দান করেন যাতে কাজ করার শক্তি লাভ করেন।

প্রশ্ন: খৃষ্টানদের মধ্যে মোরমেনস নামে একটি দল আছে আহমদীদের সঙ্গে যাদের অনেক বেশি সাদৃশ্য রয়েছে। তাদেরও বিরোধিতা হয়ে থাকে। তাদের সম্পর্কে আমাদের অবস্থান কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: মোরমেনস দলের দুই তিন জন বড় বড় পাদ্রী ও নেতা লস এঞ্জেলেসে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রেই এদের সংখ্যা বেশি। আঁ হযরত (সা.)এর আবির্ভাবের পর বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী যখন আঁ হযরত (সা.)-এর মাঝে পূর্ণতা লাভ করল, এরপরও খৃষ্টবাদের মধ্যে যা কিছু তারা দলিল প্রমাণ বের করেছে সেগুলি সবই তাদের নিজেদের মনগড়া। আঁ হযরত (সা.) এর পর যে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তিনিও এসে গিয়েছেন। আমরা তাদের সঙ্গে বিবাদ চাই না, কিন্তু আলোচনা অবশ্যই করে থাকি যে, বাইবেলের যে ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যার আসার কথা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। এবং তাঁর পর যে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তিনিও এসে গিয়েছেন। এই দলটি তুলনামূলকভাবে সৎপ্রকৃতির আর আমাদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্কও রয়েছে। এমনিতেও সমস্ত খৃষ্টান দলগুলির সঙ্গেই আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। আসলে এখন তাদের মধ্যে আর কোন ওজন নেই। নব্বই শতাংশ খৃষ্টান শুধুই নামমাত্র। তারা গীর্জায় যায় কেবল বিয়ে করতে, তাছাড়া এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন: আপনি কি আমাদের কাছে এস খুশি হয়েছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখনও পর্যন্ত খুশিই আছি।

প্রশ্ন: হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি যখন দেশ থেকে বের করে দিতে চাইছিল তখন হুযুর ইংল্যাণ্ডেই কেন এলেন? কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশে কেন যান নি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তিনি বাইরে যেতে চাইতেন না, তিনি দেশেই থাকতে চাইতেন। আহমদীদের বিরুদ্ধে যে আইন ছিল, তাতে কিছু সংযোজন করা হয়েছিল।যেমন-আহমদীরা কলেমা পাঠ করতে পারবে না, নামায পড়তে পারবে না, মুসলমানদের মত করে কোন কাজ করতে পারবে না। এর উদ্দেশ্য ছিল খলীফাতুল মসীহ যখন নামায পড়াবেন বা জুমা পড়াবেন তখন পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। সেই সময় জামাতের সদস্যদের পরামর্শ করেন এবং জামাতের অনেকে স্বপ্ন দেখেছিল যে হুযুর দেশ ত্যাগ করবেন। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ছিল বিমান বন্দরে পৌঁছলে তাঁকে যেতে বাধা দিতে। কিন্তু বিমান বন্দরে কর্তব্যরত অফিসারকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেখানে ভুল নাম লেখা ছিল। মির্যা তাহের আহমদ এর পরিবর্তে নাসের আহমদ লেখা ছিল। এটাও আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ছিল। আর হুযুরের পাসপোর্টে যুক্তরাজ্যের ভিসা লাগানো ছিল, তাই তাঁকে এখানেই আসতে হত। দ্বিতীয়ত তিনি এখানে অস্থায়ীভাবে এসেছিলেন, স্থায়ীভাবে এখানে থাকতে চাননি। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যেই থেকে যান। কেননা একপ্রকারে এটি সারা বিশ্বের কেন্দ্র। সেখান থেকে সারা বিশ্বে প্রায় সমান দূরত্ব অতিক্রম করে যাওয়া যায়। তাই তিনি যুক্তরাজ্যেই থেকে যান আর আমিও সেখানে আছি। তোমাদের কানাডাবাসীরা খুব চেষ্টা করছে যেন আমি কানাডায় এসে থাকি। কিন্তু এখানে এসে সময় বোঝা যায় না। আমি পাকিস্তানে কথা বলতে হলে বারো ঘন্টার পার্থক্য হয়। সেখান থেকে প্রায় সমস্ত স্থানের সঙ্গে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার পার্থক্য থাকে। সেই অনুসারে সমন্বয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

প্রশ্ন: নাজাশির মৃত্যুর পর আঁ হযরত (সা.) তাঁর জানাযা পড়িয়েছিলেন। আমরা কি খৃষ্টানদের জানাযা পড়তে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সে মুসলমান ছিল। সে আঁ হযরত (সা.)এর দাবিকে সম্মান জানিয়েছিল। নাজাশির মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে অবগত করেছিলেন। কোন টেলিগ্রাফ, মেসেজ বা টেলিফোন ব্যবস্থা ছিল না যার মাধ্যমে তিনি নাজাশির মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাঁকে জানিয়েছিলেন যে নাজাশি মৃত্য বরণ করেছে। জানি না সেই সময় তাকে দফন করা হয়েছিল কি না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এ কারণেই আঁ হযরত (সা.) কে জানিয়েছিলেন যে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সে প্রিয় ছিল এবং নিশ্চয় সে মনে মনে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছিল; সে মোমেনদের অন্তভুক্ত ছিল। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) তার জানাযা পড়িয়েছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খৃষ্টানরা তোমাদের কখন জানাযা পড়তে বলে? তবে যদি কোন মুসলমান যে কি না হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করে নি, আর তার মৃত্যুর পর জানাযা পড়ার লোক না থাকে, তবে আহমদীদের তার জানাযা পড়া উচিত। কেননা আঁহযরত (সা.) এর উপর ঈমান আনয়নকারী এবং কলেমা পাঠকারী কোন ব্যক্তিকে বিনা জানাযায় দফন করা উচিত নয়। যদি আহমদীরা জানতে পারে তবে এমন ব্যক্তির জানাযা পড়িয়ে তার দাফন কার্য সম্পাদন করা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য হবে। খৃষ্টানদের জানাযা পড়ার প্রয়োজনই নেই।

প্রশ্ন: জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করার অনুমতি কতদূর পর্যন্ত রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটা যতদূর পর্যন্ত মানবজাতির জন্য কল্যাণকর,ততদূর এর প্রয়োগ হওয়া উচিত। চিকিৎসার কাজেও এর প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু ক্লোনিং এর জন্য নয়। তবে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্যান্য রোগব্যাধির চিকিৎসার জন্য ক্লোনিং এর ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: ক্লোনিং এর কি কোন উপযোগিতা আছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ক্লোনিং করা তো একেবারেই নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হস্তক্ষেপ কর, তবে তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যদিও ক্লোনিং করা সম্ভব,কিন্তু খোদা তা'লা এটা নিষেধ করেছেন। তাই যতদূর

মানুষের কল্যাণের প্রশ্ন,ততদূর পর্যন্ত ক্লোনিং করা যায়। অন্যথায় ক্লোনিং এর মাধ্যমে পুরো জেনেটিং তন্ত্রের মধ্যেই গোলযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন: আমরা অ-আহমদীদেরকে কিভাবে ইসলাম সম্পর্কে বলতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমান যুগে মানুষ ধর্মের বিষয়ে পরোয়া করে না। তাই প্রথমত, তাদের মধ্যে খোদার প্রতি বিশ্বাস তৈরী করতে হবে। তারপর ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। যারা খোদার অস্তিত্বেই বিশ্বাসী নয়, তারা ধর্মকে কেন পরোয়া করবে? এভাবে প্রত্যেকের সাথে পৃথক পৃথকভাবে বিষয়টির সমাধান করতে হবে। নাস্তিককে সর্বপ্রথম খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী করে তুলতে হবে। যারা খোদাকে বিশ্বাস করে তাদেরকে ধর্ম সম্পর্কে এবং এর প্রয়োজনীয়ার বিষয়ে বলতে হবে এবং সব শেষে বলতে হবে যে একমাত্রই ইসলামই কেন সত্য ধর্ম।

এরজন্য ওয়াকফে নওদেরকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) রচিত Introduction to the study of the Holy Qur'an (দিবাচা তফসীরুল কুরআন পাঠ করা উচিত। বইটির শুরুর দিকে ধর্ম কি, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, সত্য ধর্ম কোনটি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেবল প্রশ্ন করবেন না, নিজেরাও পড়ুন।

প্রশ্ন: জিন্ন কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জিন্ন শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। জিন্ন বলা এমন কোন বস্তুকে যা অত্যন্ত বিরল ও দুর্লভ, কিম্বা যাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। কিম্বা বলা যায় বড় বড় মানুষ যারা সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করে না এদের সকলকে জিন্ন বলা হয়েছে। ব্যাকটেরিয়াকেও জিন্ন বলা হয়েছে। কেননা একে (খালি চোখে) দেখা যায় না। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) পরিচ্ছন্নতার কাজে হাড়ের টুকরো ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা,এর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। এর পরিবর্তে তিনি শুকনো পাথর ব্যবহারের কথা বলেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমে জিন্ন এর জন্য একাধিক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সব লোকও জিন্ন ছিল কুরআন শরীফে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে,কয়েকটি গোত্রের মানুষ এসেছিল যারা গোত্রের সরদার ছিল। এরা পার্বত্য অঞ্চল বা প্রত্যন্ত কোন অঞ্চল থেকে এসেছিল। হতে পারে কাশ্মীরের এলাকা থেকে বনী ইসরাঈল জাতির কিছু অংশ এসেছিল। তারা কুরআন করীমের আয়াত শুনে চলে যায়। এবং নিজেদের জাতিতে গিয়ে সংবাদ দেয়, যে নবীর আসার কথা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। আর এই হল তাঁর শিক্ষা। এমন লোকদেরও জিন্ন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন: আমরা আমাদের সমবয়সীদেরকে কিভাবে তবলীগ করতে পারি? ধর্মের বিষয়ে তাদের কোন আগ্রহ নেই ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কাজ হল ফলো আপ করা যেটা আপনারা করেন না। আপনারা ব্রাউজার বিতরণ করে চলে আসেন, কিন্তু তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখার কাজটি এড়িয়ে যান। তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখলে আমার ধারণা, আপনি যে প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন তার উত্তরও পেয়ে যাবেন। এজন্যই আমি বলেছি, একটি ব্রাউজারের পর অন্য ব্রাউজার দেওয়া উচিত। প্রথমে দিতে হবে Introduction of Ahmadiyyat কিম্বা Message of Peace । এরপর অন্য কোন ব্রাউজার দিতে হবে যে এই শান্তির বাণী কে নিয়ে এল? এই যুগে যে ইমামের আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী রয়েছে-এদিকে এলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, পৃথিবীতে খোদা-ভীতি সৃষ্টি হবে এবং খোদাকে তোমরা দেখতে পাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেহেতু একটা অংশের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছয় নি, আর যাদের কাছে পৌঁছেছে তাদের ঠিক মত ফলো আপ করা হয় নি। সেই কারণেই নাস্তিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর মানুষ ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠছে। এখন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক স্থানে যদি আপনারা নিগরানি না করেন, তবে এর অর্থ হবে আপনারা ছেড়ে চলে এসেছেন। আপনিও ভুলে যাবেন আর তারাও ভুলে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ২০০৫ সালে আমি এখানে এসেছিলাম আর পুনরায় ২০১৩ সালে এখানে এলাম। অনেক আহমদী আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছে, যারা বলেছে, আপনার কি মনে আছে, ২০০৫ সালে আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। আট বছরে সেই সব লোকদের কথা আমি মনে রাখতে পারি যারা বার বার আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে থাকে। অনুরূপভাবে আপনাদের তাদেরকে মনে থাকবে আর আপনার বাণী তারা মনে রাখবে যাদের সঙ্গে আপনার বার বার সাক্ষাত হবে। একবার সাক্ষাত করলে এভাবে তো কিছু মনে থাকে না।

প্রশ্ন: ইসলামে সিগারেট বৈধ কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন:কোন ইসলামে বৈধ? ইসলামের মধ্যে কোথাও এর উল্লেখ তো নেই। ইসলাম হল কুরআন করীম, সুন্নত বা আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীসসমূহ যেগুলি আমাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছেছে। সেই যুগে তো সিগারেট ছিলই না। তাই ইসলামের সঙ্গে এর কিসের সম্পর্ক? তবে ইসলাম সে সব দ্রব্যকে মন্দ আখ্যায়িত করেছে যেগুলি থেকে মাদকতা বা আসক্তি তৈরী হয়। সেই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এই দিক থেকে নিষিদ্ধ যে, এটা মন্দ অভ্যাস। আর যে ব্যক্তি এতে আসক্ত তার উচিত এটা ছেড়ে দেওয়া। একবার তিনি (আ.) মজলিসে একথা বলছিলেন, সেই সময় মজলিসে তাঁর কতক সাহাবা বসেছিলেন, যারা হুঁকো খেতেন। তাঁরা সকলে বাড়ি গিয়ে নিজেদের হুঁকোগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। বরং তিনি অন্যত্র একথাও বলেছেন যে, এই তামাক, সিগারেট ও হুঁকো যদি আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে হত তবে হয়তো এগুলোকেও নিষিদ্ধ করা হত।

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও ছেলেরা অটো মেকানিকের মত কারিগরী দক্ষতার কাজ শিখতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি এমন পেশায় যাওয়ার ইচ্ছে থাকে তবে আগে অনুমতি নিতে হবে। আমাদের সব ধরণের কাজে দক্ষ লোকবল দরকার। অটোমেকানিক, ইলেকট্রেশিয়ান, ইলেকিট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সবই আমাদের দরকার। যদি তোমার এমন কোন বিষয়ে আগ্রহ থাকে তবে তুমি সেটাই পড়, কিন্তু পড়ার আগে অনুমতি নিয়ে নিও।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই কারণেই আমি বলেছিলাম, ১৫ বছর পর নিজেদের অঙ্গীকারের নবায়ন করবেন। এরপর ১৮ বছরের পর ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সময় যে বিষয় পড়তে চাও তার অনুমতি নিয়ে নাও। অনুমতি পেলে পড় এবং পড়া শেষে করে এলে আমরা তোমাকে বলব যে তুমি নিজের কাজ করবে নাকি জামাত তোমাকে কোন কাজে লাগাবে। কিন্তু কেউ যদি অটো-মেকানিক বা ইলেকট্রিশিয়ান বা প্লাম্বিং -এর মত কোন কাজে যেতে চায়, তবে এই ধরণের লোকও আমাদের দরকার। কিন্তু তুমি নিজের লক্ষ্য আরো উঁচু রাখছ না কেন?

হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে ছেলেটি জানায় যে, সে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র এবং পরবর্তীতে সে বিজনেস করতে ইচ্ছুক।

হুযুর আনোয়ার বলতে চান ব্যবসার চাইতে ভাল অটোমেকানিক। আপনার ব্যবসা নিয়ে জামাত আহমদীয়া কি করবে?

প্রশ্ন: আহলে কিতাব মহিলার সঙ্গে বিয়ের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু মুসলমান মেয়েরা আহলে কিতাবদের সঙ্গে কেন বিয়ে করতে পারে না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই অসাম্য এ কারণে নয় যে, আহলে কিতাব মেয়েরে বিয়ে করলে সেই মেয়ে তোমার প্রভাবাধীন থাকবে। কিন্তু যদি কোন মুসলিম মেয়ে কোন খৃষ্টান ছেলেকে বিয়ে করে তবে সে তার ধর্মের প্রভাবাধীন হবে। এই কারণে ইসলামে মহিলাদেরকে অমুসলিম পুরুষদের সঙ্গে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয় নি। এভাবে মেয়েরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন:ইবলিস ফিরিশতা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কেন করল?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সে ফিরিশতাই ছিল না। তোমাকে কে বলল যে সে ফিরিশতা ছিল?

ছেলেটি উত্তর দেয় সে শয়তান হওয়ার আগে ফিরিশতা ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইবলিস শয়তান হওয়ার পূর্বেও শয়তান ছিল। আল্লাহ্ তা'লা সেই সময় তাকে কখনও ফিরিশতা বলেন নি। সেটি তো ভাল ও মন্দদের একটি সমাবেশ ছিল, যেখানে ফিরিশতারা আল্লাহ্ তা'লার কথার বাধ্য হল। অপরদিকে যে শয়তান স্বভাব বিশিষ্ট ছিল সে বলল,'আমি আল্লাহ্‌র কথা মানব না।' প্রথম থেকেই তার স্বভাবের মধ্যে অবাধ্যতা ছিল। তাই সে বলল, আমি আগুন থেকে সৃষ্ট আর মানুষ কাদামাটি থেকে। তাই শয়তান আগুনের স্বভাব বিশিষ্ট ছিল। শয়তানের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আনুগত্য ছিলই না। অপরদিকে ফিরিশতারা হল শীতল ছায়া। তাই আগুন কিভাবে ফিরিশতা হতে পারে?

একজন খাদেম হুযুরের সমীপে নিবেদন করেন যে যেস সূলা জুমা মুখস্ত করেছে আর তা হুযুরকে শোনাতে চায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন তো সময় নেই। প্রথম পাঁচটি আয়াত শোনাও।

হুযুর আনোয়ার তাকে প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয়, সে নাইজেরিয়ার মূল বাসিন্দা, এখানে ক্যালগেরিতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করছে।

হুযুর বলেন, বেশ ভাল কথা। পড়াশোনা শেষ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করো।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর**
কাদিয়ান
Weekly **BADAR** Qadian
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 19 Oct, 2023 Issue No.42

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(খুতবার শেষাংশ....)

এসডব্লিউআর-এর সম্প্রচার সম্পর্কে (কর্তৃপক্ষ) বলছেন, এসব টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে জামা'তের জলসার খবর ৪১ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

জার্মানির ১১টি সংবাদপত্র বিভিন্ন সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমেও জামা'তের বার্তা এবং জলসার সংবাদ ৫০ লাখেরও অধিক মানুষের কাছে পৌঁছেছে। ৫টি রেডিও স্টেশন সংবাদ প্রচার করেছে।

(কর্তৃপক্ষ) বলছেন, এর মাধ্যমেও ১.৪ কোটি মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

অনলাইন মিডিয়া কভারেজের মাধ্যমে ২ মিলিয়ন মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। তারা মনে করেন মোট সংখ্যা, অর্থাৎ বার্ষিক জলসার সংবাদ ১০৮ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে। যাহোক আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও ভালো ফলাফল দান করুন।

এই ছিল সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য-উপাত্ত। যেমনটি আমি বলেছি, অনেকেই ইতিবাচক ভাবাবেগ বা অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে আমি গুটিকতক প্রতিক্রিয়া নিয়েছি মাত্র। আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ আর তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখেন। একইভাবে বিভিন্ন মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও মানুষ তাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কেউ কেউ বলেছেন, আহমদীয়াত কী, ইসলামের শিক্ষা কী, ইসলাম কীভাবে বান্দাদের অধিকার এবং আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে- তা আমরা জানতাম না। আজকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোকেরা যেসব কথা বলেছেন তা শোনার পর আমরা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং আমাদের মতামত পাল্টে গেছে।

লোকেরা আরো অভিযোগ করেছে যে, আমাদের পরিচিত আহমদীরা ইসলামের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে নি। কাজেই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও একটি কার্যকর তাবলীগি কার্যক্রম প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

প্রত্যেক আহমদীর উচিত কোনো ধরনের হীনম্মন্যতা বোধ না করে মানুষের কাছে ইসলাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর পরিচয় তুলে ধরা। জলসায় একজন ইরানী ছেলে এসেছিল, আমাদের এক আহমদীর সাথে তার কথা হয়। তার এক আহমদী বন্ধু তাকে নিয়ে এসেছিল। সে বলে, এখানে এসে আমার মন খুব খারাপ হয়েছে। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি আজ এখানে প্রথমবার জানতে পেরেছি যে, আপনারা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে নবী মনে করেন। যাহোক আমরা তাঁকে কোন ধরনের নবী বিশ্বাস করি, মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে আগত নবী হিসেবে মান্য করি এবং তাঁর ধর্মের প্রচারক আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমনকারী এবং সেই ঈসা মনে করি যাঁর আসার কথা ছিল (ইত্যাদি ইত্যাদি) তাকে যখন বিস্তারিতভাবে বুঝানো হয় তখন সে বলে, এ সবই তো ঠিক আছে, মাহ্‌দী ও ঈসা সংক্রান্ত আপনাদেরদৃষ্টিভঙ্গি আমি মানি, এটি বিবেকসম্মত। কিন্তু আমার বন্ধু একথা কেন বলে নি? সে অনেক বছর ধরে আমার বন্ধু। যাহোক কোনো প্রকার হীনম্মন্যতায় লিপ্ত না হয়ে আমাদের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত লোকদের কাছে প্রচার করা উচিত এবং এ বিষয়ে কার্যকর তবলীগ করা প্রয়োজন। শুধু লিফলেট বিতরণ, প্রচারপত্র বিলি করা বা লেটার বক্সে লিফলেট রেখে দিলেই তবলীগ বিভাগের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায় না।

আমরা শান্তির কথা বলেছি, এখন পরের কথা বলতে হবে, অর্থাৎ শান্তি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দীকে মান্য করার মাধ্যমে (শান্তি) প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই তাঁকে মান্য করুন। তবলীগের জন্য আমাদের প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

এখানে আমি লক্ষ্য করেছি, এখনো মানুষের একটি শ্রেণী এমন রয়েছে যারা ধর্মের কথা শোনার প্রতি আগ্রহ রাখে। তাই আমাদের এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত যেখানে এ ধরনের লোকদের আমন্ত্রণ জানানো উচিত এবং তাদের সাথে কথা বলা উচিত।

যাহোক, সব ক্ষেত্রেই আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। জলসা আয়োজনের ক্ষেত্রে বা কোনো স্থায়ী বিভাগে যেখানেই সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে সেগুলোর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। শুধু জলসার ব্যবস্থাপনা নয়, বরং প্রতিটি বিভাগের দিকে নজর দিতে হবে। তবলীগ বিভাগ আল্লাহ্‌র রহমতে ভালো কাজ করে, কিন্তু এখনো উন্নতির অনেক সুযোগ রয়েছে। আমাদেরকে উত্তম থেকে উত্তমের সন্ধানে থাকতে হবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে এবং আল্লাহ্‌র তা'লার সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে নিজেদের কাজ করুন। কিছু লোক কিছু আপত্তিও করেছে, তাই ভবিষ্যতে এসব আপত্তি দূর করতে হবে, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকুন যে, জলসার উদ্দেশ্য পূরণে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, ইনশাআল্লাহ্ । অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা এবং অংশগ্রহণকারী উভয়পক্ষকেই।

যেভাবে আমি বলেছি, অতিথিদের একজন উল্লেখ করেছেন, জলসা চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা উঠে চলে যেত- এটি তার কাছে ভালো লাগে নি। কাজেই তরবিয়ত বিভাগকে এ বিষয়টিও দেখতে হবে এবং এক্ষেত্রে আরো উত্তম ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং ভবিষ্যতে সবাইকে উত্তমরূপে জলসার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের তৌফিক দান করুন।

****

(১ম পাতার শেষাংশ..)

করেন। সেই হিসেবে তাঁর বয়স কেবল চার বা ছয় বছর দাঁড়ায়। কিন্তু তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। এখন এই বর্ণনা অনুসারে চার ও ছয়ে গড় বের করে করলে সেটি হবে পাঁচ বছর। কিন্তু যেহেতু মসীহ তেত্রিশ বছর বয়সে ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন, তাই খৃষ্টীয় সাল থেকে আঠাশ বছর বিয়োগ করতে হবে। কেননা, খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডার থেকে ২৮ বছর পর ক্রুশের ঘটনা ঘটেছে। এখন ২৮ বছরকে ৩৩৭ থেকে বিয়োগ করলে ৩০৯ সাল পাওয়া যায়। এই হিসেবটি খৃষ্টীয় বর্ণনাকে মেনে নিয়ে। নচেত এই সাক্ষ্য না থাকলেও কুরআন করীমের বর্ণনাকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে, যার সমস্ত সংবাদ বাইবেলের তুলনায় সঠিক প্রমাণিত হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, দীর্ঘ বিপদকালেও মানুষের ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের পূর্বে খৃষ্টানদেরকে তিনশ নয় বছর পর্যন্ত দুঃখ কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে আর সেই ধৈর্যের সুমিষ্ট ফল তারা খেয়েছে। অতএব তোমদের তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। বরং নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া উচিত এবং অবিচলতার সাথে বিপদের মোকাবেলা করা উচিত। (তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪০)

১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir